3rd Year, 2nd Issue
June - 2006

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জন্মদিন - ২০০৬

স্বকণ্ঠে
in her own voice

A Sappho Publication
একটি 'স্যাফো' প্রকাশনা

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

... for the rights of sexually marginalised women

আমাদের কথা

হেঁইয়ো হো　　　লড়ছি গো
নাছোড় জোর　　　জীবন ভ'র।।

তা আছে বটে জোর আমাদের, মনের জোর। সাত সাতটা বছর পার করলাম — বর্ষা আর বসন্তে। এই তো সেদিন — ২০০০ সালে — মাত্রই এক বছরের শিশু "স্যাফো" রাজ্যস্তরে নারী আন্দোলনের অন্যতম মঞ্চ "মৈত্রী"-র কোল কেড়ে নিল। আর আজ তার বালিকাবেলার মিতালী জাতীয়স্তরে। ঘটমান বর্তমান। এ বছর ৯ই - ১১ই সেপ্টেম্বর, এ শহর কোলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে হতে চলেছে সপ্তম জাতীয় স্বশাসিত নারী সম্মেলন (7th National Autonomous Women's Conference)। আমরা আছি সেখানে, অন্যতম কর্মী। এবারই প্রথম খোলাখুলি আলোচিত হবে যৌনপছন্দের কারণে প্রান্তিক নারীগোষ্ঠীর কথা আরও তেরটি মুখ্য বিষয়ের সঙ্গে, সমানভাবে। প্রান্তিকতার রাজনীতি ইন্ধন করে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে থাকতে আমরা চাইনি কোনও দিনই। বলতে গেলে জন্মলগ্ন থেকেই নিরন্তর স্বপ্ন দেখেছি মূলস্রোতে আত্তীকরণের। কখনও ভাবিনি আমাদের দাবীদাওয়া নিয়ে একক দরবার করব। একজন মানুষ হিসেবে চেয়েছি বাঁচার অধিকার। এক নারী হিসেবে চেয়েছি সাম্যের অধিকার। সবশেষে একজন সমকামী নারী হিসেবে চেয়েছি ব্যক্তিগত যৌনপছন্দের অধিকার। আমরা বলি আমাদের কথা, জোরের সঙ্গে। কোথা থেকে পেলাম এমন শক্তি? হয়ত সরতে সরতে যখন একেবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন বোধহয় আপনা থেকেই তৈরী হয় এই জোর। কিংবা আপনারা — যাঁরা উৎসাহিত করেন আমাদের যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যেতে — তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থনের জোর। সেই কারণেই হয়ত বাংলা তথা ভারতের সামগ্রিক নারী আন্দোলনের ইতিহাসে একটু জায়গা করে নিতে পারব আমরা। তবে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার — আমাদের আন্দোলন কিন্তু পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে — পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। তা না হলে আমরা কেমন করে পেতাম আমাদের "স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটির পুরুষ সহযোদ্ধাদের? সংখ্যায় নগণ্য হলেও আমাদেরই কারো বাবা, কারো ভাই, কারো বা পুরুষ বন্ধুরাও আছেন আমাদের পাশে। আমাদের এই যে সমাজের মূলধারার সঙ্গে সখ্যতা — লিঙ্গ ও যৌনপছন্দ নির্বিশেষে একই মঞ্চে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা, এও আমাদের জোরেরই নিদর্শন বটে।

আর আছে কথা। কথা বলার সাহস। কথা বলানোর আত্মপ্রত্যয়। আর চার দিন পর, ২৪শে জুন ২০০৬, কলাকুঞ্জে আমরা আয়োজন করেছি এক আলোচনা সভার, সেখানে কথা হবে সমকামিতা ও আইন নিয়ে। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা — এই সেই আইন কোন এক কালে ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় সংবিধিতে লিপিবদ্ধ করেছিল — যদিও আজ তাদের নিজেদের দেশেই এমন আইন অবলুপ্ত। কিন্তু আমরা চরম পরম নিষ্ঠাভরে বয়ে চলেছি এর ভার। এমন এক সভার উদ্দেশ্য কিন্তু সাধারন মানুষের সঙ্গে কথা বলা — জানানো আমরা রাষ্ট্রের একচোখামির শিকার কী ভাবে — অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের উপস্থিতি এবং বক্তব্য হয়তবা সাহায্য করবে ভবিষ্যতের আইনজীবীদের আমাদের প্রতি সহমর্মী হতে।

নাহ্, মুকুটে কটা পালক বসল তার গল্প এ নয়। এ হল আমাদের জীবনধারণের রোজনামচা। তাই এবারও প্রকাশিত হল "স্বকণ্ঠে"-র এই জন্মদিন সংখ্যা। আমাদের "স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি"র এক সক্রিয় সদস্য ২০০৪ সালে দিল্লীতে 7th Subaltern Studies Conference-এ পড়েছিলেন একটি গবেষণাপত্র। কোলকাতার নারী সমকামীদের জীবন ও রাজনীতি নিয়ে প্রথম গবেষণা। আমরা আজ সেই গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করছি সম্পূর্ন নিজেদের উদ্যোগে। সমাজ গবেষক ডঃ অমিত রঞ্জন বসুর সঙ্গে আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব এই গবেষণাকেই কেন্দ্র করে। তখন অবশ্য তিনি আমাদের সদস্য ছিলেন না। "Lesbianism in Kolkata" এই শিরোনামে একটি ছোট বই এর আকারে আমরা প্রকাশ করলাম এই গবেষণাপত্রটি। আমাদের আর একটি সাহিত্য সংকলন "ছিঃ। তুমি নাকি..." যেখানে নিজেদের জীবনচর্যার কথা লিখেছেন আমাদেরই সদস্য সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী মেয়েরা আর কিছু বিশ্লেষণাত্মক সংযোজন আছে "স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটির" বন্ধু সদস্যদের। সুখের কথা, "ছিঃ। তুমি নাকি.."র প্রথম সংস্করন শেষ হয়ে যায় এই বছরেই বই মেলাতে। সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এই সংকলনটির দ্বিতীয় ও পরিবর্ধিত সংস্করনও এই জন্মদিন উপলক্ষ্যে সবার কাছে এল। কিন্তু এত কিছুর পরেও সময়ের আয়নায় নিজেদের পরিতৃপ্ত লাগে না। কাজ আরও আছে — আরও অনেক কাজ —

হুম্ হুঁ না, হুম্ হুঁ না,　　　পারছি না, বলব না।
এগিয়ে যাই জোর কদম　　　সময় নেই ফেলার দম . . . .

Together in Life after Life: Lesbian Weddings and Joint Suicides

Ruth Vanita

Destiny never considers whether a union is possible or impossible

Kathasaritsagara

This paper is based on research conducted for my new book, *Love's Rite: Same-Sex Marriage in India and the West* (NY: Palgrave-Macmillan; New Delhi: Penguin, 2005). In modern India, couples, both cross-sex and same-sex, who face implacable social and familial hostility, resolve this dilemma in one of two ways – either they perform some type of ritual union and consider themselves married, or they commit joint suicide. Often, the ritual union is followed by suicide.

Newspapers report these unions in terms that resonate with *shastra*-based ideas of marriage and rebirth. In this paper, I look at how newspaper reports represent modern couples who claim legitimacy by invoking *shastra*-based concepts. I focus here on two concepts thus invoked, first, *gandharva* marriage, and, second, the doctrine of rebirth.

Of the eight forms of marriage listed in the *shastras*, only one is based on the partners' mutual consent. This form, *gandharva vivaha*, though declared *adharmiya* (non-dharmic) in the ancient law book, the *Arthashastra*, is nevertheless one of the two best-known forms of marriage in modern India (the other is family-arranged marriage, which collapses the first five *shastraic* categories into one). The *shastras* debate the status of *gandharva* marriage – while it has a lower status in law books, other sacred texts consider it a superior form. For example, the fourth-century *Kamasutra* (III.V. 29-30) states that *gandharva* is the best form of marriage because it is based on mutual attraction (*anuraga*). This debate about the status and value of *gandharva* marriage is found both in prescriptive and narrative texts, thus the epics and Puranas recount stories of both successful and unsuccessful *gandharva* marriages. The best known of these is the story of Shakuntala, which highlights both the pleasures and the risks of *gandharva* marriage.

The Sanskrit term "*gandharva*" is routinely used in modern Indian texts, including popular cinema, to indicate a marriage based on romantic love. *Gandharva* marriage is constituted by mutual consent and requires no witnesses, no officiant and no parental consent. *Gandharva* marriages are typically celebrated with truncated or symbolic rituals such as an exchange of garlands. In the Sanskrit play, Avimarakam by third to fourth-century playwright Bhasa, the hero secretly enters the heroine's bedchamber, walks around fire with her, and then declares that since they have taken seven steps with fire as witness, they are now married.[1] Modern Hindi films also represent such unions; in

Aradhana (Worship), 1969, when pregnancy results from one-time premarital intimacy, the lovers wed in secret by exchanging garlands and praying to God.

In modern India, a disapproved or less approved marriage often takes place in a temple rather than at home. For instance, in 1987, policewomen Leela Namdeo and Urmila Srivastava were reportedly married by a priest in a temple in Bhopal. According to another report, they simply garlanded one another, Urmila put *sindoor* in Leela's hair parting, and they got themselves photographed. After they were suspended from the police force and went to live with Urmila's family in her village in Madhya Pradesh, the family, to console them, held a small reception, in which the couple sat in special chairs that bride and groom normally sit in. An article described this wedding as a "*gandharva vivaha.*" [2]

Truncated wedding rituals also appear in stories of couple suicide. On April 16, 1992, the *Indian Express* reported that two Nepalese women, Rekha Puri, 22, and Gayatri Parayar, 18, committed suicide together "after their families refused them permission to be married to each other." They were found hanging from a tree in their village, Rajapur. The newspaper report, entitled, "And in their death they were united," notes that the Nepalese news agency RSS reported: "It is presumed that they had informally performed the marriage rites since Gayatri was wearing the *sindoor*." The women also left behind a suicide note, in which they wrote, "we want to live as husband and wife in the life beyond the grave."[3]

The unelaborated idea of "life beyond the grave" evokes the intertwining of the *shastra*-based doctrine of rebirth with the *shastra*-based institution of *gandharva* marriage. In contrast to Christian weddings, which unite spouses till death does them apart, Hindu weddings are understood to unite spouses for seven lifetimes, or even hundreds of lifetimes. Indian texts often attribute not just romantic love but any inexplicably strong attachment to a connection in a previous life.

Dying together acquires a special resonance in cultures, like the Hindu and the Buddhist, that believe in rebirth. Couples who commit suicide together often ask for joint funerary rites. When Lalitha, age 17, and Mallika, age 20, attempted joint suicide by drowning in 1980, in Kerala, Lalitha wrote in her suicide note: "I cannot part with Mallika. ... Bury us together."[4] In their joint suicide note written in blood, Mamata, age 19, and Monalisa, age 24, who attempted suicide by poisoning in Orissa, in 1998, "expressed as their last wish to be cremated on the same pyre."[5] Similarly, Bina Wankhede and Nandita Gaekwad who tied their hands together and threw themselves in front of a moving train in Maharashtra, asked that they be burnt on the same funeral pyre.[6] The bodies that could not be joined on the wedding bed are thus publicly united on the deathbed.

Furthermore, couples often express a hope of being reborn together. Much as love stories in Christian culture rewrote Christ's mandate that there is no marriage in heaven, Indic traditions of love invert religious mandates. Instead of longing for liberation from rebirth, lovers long to be reborn together. In a very popular Hindi film song, a lover sings, "*Itna madhur, itna madir tera mera pyar,/Lena hoga janam hamein kai kai bar*" (So sweet, so intoxicating is our love that we will have to be born again and again).[7] Here, the conventionally distressing prospect of rebirth is reformulated as a vision of life after life spent happily together. Several Indian films, from *Madhumati*, 1958, to *Milan* (Union), 1967, show rebirth uniting lovers parted by social forces. In the latter, a hugely popular Hindi remake of a Telugu film, newlyweds on their honeymoon recover memory of their former life in which their love could not be consummated because of class difference and also because she was a widow. Social scandal led to their drowning together. But rebirth reunites them.

In other cases, the doctrine of rebirth functions to legitimize otherwise illicit unions. Hindu texts repeatedly insist that love is an irresistible force, for example, the eleventh-century *Kathasaritsagara* states: "Creatures are completely dependent upon connections in previous births, and this being the case, who can avoid a destiny that is fated to him, and who can prevent such a destiny befalling anybody?"[8]

One effect of such theories is to indicate that lovers have no choice in and little control over love. Statements made by same-sex lovers in recent years in India tend to use words expressing lack of choice. Gita Darji and Kishori Shah, 24-year-old nurses who hanged themselves together in 1988 in the hospital where they worked in a village in Gujarat, left behind suicide notes as well as love letters. In a letter to Gita, Kishori wrote, "I can't live and sleep without you."[9] Sumathi, 26, and Geetalakshmi, 27, committed suicide together after they were discovered to be lesbians and were thrown out of a Yoga Center in Tamil Nadu where they had lived for three years. In a suicide note, Sumathi wrote, "We cannot live apart from each other."[10] Manju Chawla, age 22, who had a sex-change operation in 1989 and became Manish, in order to legally marry her college classmate Madhu, told a newspaper reporter, "I loved her and I couldn't live without her, so I decided to change my sex and marry her.[11] I would draw attention to the words these women used to indicate lack of choice: "I *can't* live and sleep without you"; "We *cannot* live apart from each other"; "I *couldn't* live without her."

In the eleventh-century Sanskrit story-cycle, the *Kathasaritsagara*, cross-caste, cross-class lovers also express similar helplessness before the force of love, which is explained as springing directly from attachment in a former birth. Although the *Kathasaritsagara* is not a *shastra*, it does invoke *shastra*-based doctrines and concepts to make its arguments about love and marriage, and thus represents a tradition of such invocation. The set of linked stories that recount socially illicit love ascribed to attachment in a former birth culminate in one of two ways – either the parents and other authorities succumb to what they posit as an unavoidable and even virtuous yielding to the imperative of earlier lives, or they persist in separating the lovers, which results in both of them dying. These outcomes – illicit unions legitimized in marriage, or joint suicides, are also constructed in modern newspaper reports of same-sex unions. In either case, the next birth also figures in the narrative dynamic, as the site where the union will continue.

In the *Kathasaritsagara*, this set of stories begins with that of a prince who falls in love at first sight with a beautiful and brave *Chandala* girl, and wants to marry her. As the *Chandalas* are considered a very low caste, his love appears impossible. The prince's parents are perplexed when they see him pining away. His father, king Palaka, decides that the girl must not really be a *Chandala* and that "without doubt she was the beloved of my son in a former birth; and this is proved by his falling in love with her at first sight" (115).

What is remarkable here is not that the king turns out to be right. Fairy tales in many cultures conclude with the poor orphan turning out to be a royal scion in disguise. The specifically Indic element is the king's explanation for love at first sight, which proceeds thus: If the two were not suitable for each other, they would not have fallen in love. Since they have fallen in love, they must be suitable for one another. Therefore, they must "really" be of the same status.

This explanation calls into question the nature of "reality." The king's argument is based on the idea that, attributes that appear real, such as caste, class and gender, may not be truly real, because they change from one lifetime to another.

King Palaka tells his wife, "The minds of the good tell them by inclination or aversion what to do and what to avoid"(112). So, if his son is good, it follows that his inclinations are good too. Individual inclinations may sometimes be allowed to redefine social reality.

King Palaka then tells his wife several stories to prove his point. In one story, a *Chandala* man and a princess fall in love when he rescues her from an elephant attack. The agonized man considers his love impossible and therefore unspeakable: "How can a crow and a female swan ever unite? The idea is so ridiculous that I cannot mention it or even consider it" (113). Note here that this cross-caste, cross-class marriage appears as impossible and absurd as same-sex marriages appear to many people today – the comparison to a cross-species union is telling. The *Chandala* man lights a funeral pyre, and before entering it, he prays to Agni, God of fire, requesting that his sacrifice may result in his attaining the princess as his wife in his next birth. Agni then appears and saves the situation.

Here, the possibility of joint suicide is narrowly averted. In the next story, the suicide occurs but is reversed. A fisherman and a princess fall in love. The fisherman dies of anguish at separation, and the princess is determined to burn herself with his corpse. Her father then hears a divine voice telling him that the fisherman was a Brahmin in a former birth and the princess his wife. The king agrees to the marriage, and the fisherman recovers his life because the princess gives him half her life.

Unlike stories like that of Sikhandini, where a woman disguised as a man marries a woman, and deities then change the groom into a man, here, the partners do not change at all. The *Chandala* remains a *Chandala*, the fisherman a fisherman. The Gods merely reveal to them that they belonged to higher castes in previous lives and were married in previous lives to the persons they now desire to marry. Status in a previous life justifies actions in this life, though that status is not regained in this life.

The final option is for a couple to die together. A merchant's daughter falls in love at first sight with a thief being led to execution, and declares that she will die with him unless she can marry him. The merchant offers a huge ransom to save the thief's life, but the king gets enraged with the merchant for making this request, and refuses it. So the thief is executed and the merchant's daughter enters the fire with his corpse. King Palaka's own story ends happily when he manages to persuade the Brahmins of the city to agree to his son's marriage to the *Chandala* girl. He does this after he has a dream that the girl was married to his son in a former life, and the Brahmins have the same type of dream.

Like King Palaka and the Brahmins of his city, many Indian parents and communities do come around to accepting and even supporting same-sex marriages. For example, on April 27, 2001, Jaya Varma, 25, and Tanuja Chouhan, 32, both nurses, got married in a Hindu ceremony at Mahamaya Mandir in Ambikapur, Bihar. "The couple took the traditional vows as a priest chanted the mantras. They went seven times round the sacred fire to solemnize their marriage."[12] At the same ceremony, Jaya's sister was also married, to a man. Although Jaya's sister's marriage is validated by the Indian state and Jaya's is not, Jaya's family and community and the Hindu priest validated both equally. About a hundred people were present at the reception. Jaya's entire family was present.

The idea that the spirit or *atman* has no gender is found in many *shastras*, for example, in the *Ashtavakra Gita*, and in the Sulabha-Janaka dialogue in the *Mahabharata*, which I have recently analyzed in an essay in the *NWSA Journal*.[13] This idea dovetails with the doctrine of rebirth to make seemingly impossible matches possible. A similar connection has been made in our own times both by learned Hindu authorities and by lay people. For example, after the two policewomen, Leela and Urmila, who married in 1987, were suspended from the police force, Urmila's female neighbour, a village schoolteacher named Sushila Bhawasar, remarked to a journalist: "After all, what is marriage? It is a wedding of two souls. Where in the scriptures is it said that it has to be between a man and a woman?"[14]

This remark is amazingly close in its philosophical assumptions to the explanation given by a Shaiva priest from India who performed the wedding of two Indian women in Seattle in 2002. He told me that when the women requested him to officiate at their wedding he thought about it and, though he realized that other priests in his lineage might disagree with him, he concluded, on the basis of Hindu scriptures, that, "Marriage is a union of spirits, and the spirit is not male or female."

Another, much better known Hindu priest also connected the idea of the ungendered spirit to the doctrine of rebirth. In her 1977 book, *The World of Homosexuals*, mathematician Shakuntala Devi recorded her interview with Srinivasa Raghavachariar, Sanskrit scholar and priest of the major Vaishnava temple at Srirangam in South India. He said that same-sex lovers must have been cross-sex lovers in a former life. The sex may change but the soul remains the same in subsequent incarnations, hence the power of love impels these souls to seek one another.[15]

The fact that a similar explanation was given by both Shaiva and Vaishnava priests and by a female schoolteacher in a village indicates the overarching cultural importance of these notions of the spirit retaining its attachments but not other features such as class, caste and gender, through various lifetimes.

The Hindu *shastras* and their interpretation are premised on a long tradition of debate. In fact, debates on the *shastras* are known as *shastrartha*, literally, "the meaning of the text," which suggests that the meaning emerges in debate. The debate on same-sex unions and marriages is being carried on at many levels in Hindu societies today – among scholars, among priests, and, most important, in families and communities all over the world. This paper and my book are attempts to contribute to that debate.

End Notes

1 *Complete Plays of Bhasa*. Ed. Dr. K.P.A. Menon (Delhi: Nag Publishers, 1996), Vol. III, 314.

2 Anu and Giti, "Inverting Tradition: The Marriage of Lila and Urmila," in *A Lotus of Another Color: An Unfolding of the South Asian Gay and Lesbian Experience*. Ed. Rakesh Ratti (Boston: Alyson Publications, 1993), 81-84.

3 *Indian Express*, April 16, 1992.

4 *Blitz*, July 11, 1980.

5 For People Like Us, (New Delhi: AIDS Bhedbhav Virodhi Andolan, 1999), 21.

6 V. Radhika, "Why Can't Women Love Women?" www.indianest.com/wfs/wfs070.htm. Contains interviews with members of lesbian group Olava, Pune.

7 From *Prem Pujari*, 1970.

8 *Kathasaritsagara, The Ocean of Story*. Translated C.H. Tawney (Delhi: Motilal Banarsidass, 2nd Edn. 1924), 120. All further references are to this translation, and page numbers appear in parentheses in the text.

9 "Macabre Suicide," *India Today*, October 15, 1988.

10 Dina Thanthi (Bangalore edition), October 4, 2002, page 10. Translated from Tamil by Sangama, a Bangalore based LGBT group.

11 "She changed her sex to marry her," *Times of India*, March 3, 1989.

12 Suchandana Gupta, "Husband at Home, in Sari at Work," *The Telegraph*, Calcutta May 29, 2001.

13 "The Self is Not Gendered: Sulabha's Debate with King Janaka," in *National Women's Studies Association Journal* 15: 2 (Summer 2003), 76-93.

14 *Times of India*, February 23, 1988.

15 Shakuntala Devi, *The World of Homosexuals* (Delhi: Vikas, 1977).

Ruth Vanita, eminent writer, taught at Delhi University for 20 years and is now Professor at the University of Montana.

রূপান্তর কথা ঃ
নির্বাচিত অংশের অনুবাদ
স্বাতী ঘোষ

আমি আপনাদের একটা গল্প বলতে চাই — বাহান্ন বছরের বুড়োর পঞ্চান্ন বছরের বুড়িতে রূপান্তরের গল্প — ডোনাল্ড থেকে ডিয়ার্দ্রে।

"অদ্ভুত গল্প" আপনি বলবেন।

হ্যাঁ সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে অদ্ভুত বৈকি। সমস্ত সামাজিক রীতি পদ্ধতি মনে করে লিঙ্গ সীমানা অতিক্রম করা — কেতাবী ভাষায় যাকে 'ট্রান্স্‌সেক্সুয়ালিটি' বলে — একেবারেই দুঃসাধ্য। (জনান্তিকে বলে রাখি ট্রান্স্‌সেক্সুয়ালিটি শব্দটির ব্যাকরণগত অর্থ ভ্রমবশত যৌনতার আভাস দেয়, বোকার মত চিকিৎসার কথা বলে বা ভুল করে বিজ্ঞানের আওতায় ঠেলে দিতে চায়। সহজ কথায় আমি তাকে বলি রূপান্তর)। দশ হাজারে মাত্র যে তিনজন লিঙ্গসীমা অতিক্রম করার কথা ভাবে, তেমন দুই একজনকে আপনি আপনার চেনা শহরে দেখে থাকতেও পারেন। লিঙ্গসীমা অতিক্রমের ঘটনা কোনো বিপদসংকেত বয়ে আনে না — নারী-পুরুষের হার, সমাজে নারীর ভূমিকা অথবা ডলারের ওঠাপড়ার ওপর। বেশিরভাগ মানুষ তাদের জন্মসময়ের লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে দিব্যি বেঁচে-বর্তে থাকে।

কিন্তু তবু লোকে তো নানাবিধ সীমানাই অতিক্রম করে। আমি ইংল্যান্ডে ও হল্যান্ডে কিঞ্চিত দীর্ঘ এবং অন্যান্য বহু জায়গায় অল্প দিনের জন্য হলেও দেশ ছেড়ে কাটিয়েছি। আপনার যদি বিদেশবাসের অভিজ্ঞতা থাকে আপনি বুঝবেন যে লিঙ্গসীমা অতিক্রম করা অনেকটা বিদেশভ্রমণের মত ঃ যেন ছুটি কাটাতে ভেনিস যেতে চাওয়া। দেশের সীমানা পেরিয়ে ভেনিস সফরকারীরা যেন অনেকটা লিঙ্গ পরিচয়ের বেড়া টপকে পেরোনো অভিযাত্রী — দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ের জন্য — তা সিরিয়াসলি অথবা ব্যাঙ্গার্থে, যেভাবেই আপনি ভাবুন না কেন। কেউ কেউ নিয়মিত ভেনিস যায়। সীমানা পেরিয়ে যেতে যেতে যেন বিপরীত লিঙ্গের পোষাক মাঝেমধ্যে গায়ে চাপিয়ে নেওয়া আর কি। তাদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক দীর্ঘ ভেনিসবাসের আকাঙ্খায় বরাবরের জন্য সীমানা লঙ্ঘন করার কথা ভাবে। বেশিরভাগ মানুষের মত তারা ঘরে বসেই তৃপ্ত, নিশ্চিন্ত নয়। কেউ কেউ সীমানা পেরোলে, আর ফেরে না।

পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক পরিক্রমা নারীপুরুষের স্পষ্ট তফাতকে বড়ই বেআব্রু করে দেয়, যেমন তফাতহীনতাকেও। এক সময়ের পুরুষ থেকে আজকে নারী হয়ে ওঠা আশ্চর্য ঘটনা নিঃসন্দেহে। তবে কোনো এক সময়ের পশ্চিম-আফ্রিকাবাসী থেকে আজকের আমেরিকান বা অতীতে যাজক থেকে বর্তমানে ব্যবসায়ী — এই রূপান্তরও কোনো অংশে কম আশ্চর্যের নয়। বহু আশ্চর্যজনক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কত অবলীলায় স্বাধীন মানুষ গ্রহণ করে থাকে — দোকানদার থেকে সন্ন্যাসী, শান্তিপ্রিয় নাগরিক থেকে যুদ্ধবাজ সৈনিক, পুরুষ থেকে নারী। সীমানা অতিক্রম করতে চাওয়া, গুটিকয়েক মানুষের ইচ্ছে আশ্চর্যজনক হলেও অস্বাভাবিক নয়।

*** *** *** ***

।। ১ ।।

ওপরের অংশটি ডিয়ার্দ্রে ম্যাকক্লস্কির আত্মজীবনী "ক্রসিং ঃ এ মেমোয়ার" নামক গ্রন্থ (১৯৯৯, শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস) থেকে অনুদিত। ১৯৯৪ সালে বাহান্ন বছর বয়সে ডোনাল্ড ম্যাকক্লস্কি পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া স্থির করেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ফসল ঃ তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা ক্রসিং। অর্থনীতির অধ্যাপক ডোনাল্ড ১৯৬৮ সালে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তার প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ ১৯৬৮ সালে কোয়ার্টারলি জার্নাল অফ্ ইকনমিক্সে ব্রিটিশ ইস্পাত শিল্পে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে প্রবন্ধ। ফ্লাউড ও ম্যাকক্লস্কির "দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ্ ব্রিটেন" বইটি আমাদের অনেকেরই পরিচিত। ১৯৮০ সালে শিকাগো ছেড়ে তিনি যোগ দেন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৮৩'র জুনে জার্নাল অফ্ ইকনমিক লিটারেচারে প্রকাশিত এবং ১৯৮৪'র মধ্যেই 'মাইনর ক্লাসিক' হিসাবে পরিগণিত 'দি রেটরিক অফ্ ইকনমিক্স' তাঁকে বিশিষ্ট করে। নিওক্ল্যাসিকাল গাণিতিক অর্থনীতি চর্চার মধ্যে অবস্থিত থেকেই অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেন তিনি। তাঁর মতে শুধুমাত্র উচ্চতর গণিতের প্রয়োগ অর্থনীতি চর্চার অসম্পূর্ণতাকেই চিহ্নিত করে যদি না চারপাশের পৃথিবীর কার্যকারণ ও গতিপ্রকৃতির খোঁজের সঙ্গে তা যুক্ত হয়। জ্ঞান চর্চার মর্যাদা পেতে গেলে অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ইতিহাসবোধ ও দর্শন-চেতনা আবশ্যিক। শুধুমাত্র সংখ্যার ব্যবহারে, সংখ্যাতত্ত্বের বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহারে (সিগ্‌নিফিকেন্স্ টেস্টিং) সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁর দাবী জীবনযাপন পদ্ধতিকে অর্থনীতিচর্চার বয়ানে অন্তর্গত করা, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা ক্ষুন্ন না করেও যা সম্ভব। তিনি মনে করেন ফর্মুলার ব্যবহারে নয়, কখন এবং কতদূর পর্যন্ত অঙ্কের প্রয়োগ জরুরী বুঝতে হবে অনুভবে — বিজ্ঞানমনস্ক থেকে সমাজমনস্ক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়। তাঁর "দি সিক্রেট সিনস্ অফ্ ইকনমিক্স" গ্রন্থেও গাণিতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রতি আস্থা ও উদারনীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েও মূলধারার অর্থশাস্ত্র চর্চার অভ্যন্তর থেকেই এপিস্টেমগত ত্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে লিঙ্গ রূপান্তর তাঁর কাছে অ্যাড্‌ভেঞ্চার বা নিছক যৌন আনন্দের জন্য ছিল না। পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে এই রূপান্তর-আকাঙ্খা তাঁর কাছে ছিল আত্মপরিচয়ের খোঁজ। এবং, তাই অপরিহার্য। পরিবার বিচ্ছিন্নতা, আত্মীয়-বন্ধুদের বিরাগভাজন হওয়া বা হাতকড়া পরিহিত মানসিক রোগী হিসেবে হাসপাতালে ও জেলখানায় স্থানান্তরিত হওয়ার করুণ দিনলিপি নয়, স্পষ্টভাষায় ডিয়ার্দ্রে বর্ণনা করেছেন শারীরিক পুর্নগঠন পদ্ধতি ও মানসিক পরিবর্তন। ছেলেমেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বদল নিয়ে তিক্ততা নেই, দুঃখ আছে। আছে সহকর্মীদের সহনশীলতা বিশেষতঃ অ্যামস্টারডামের ইরাস্‌মাস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং বন্ধুদের উদারতা ও তাদের মুক্ত ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা। রূপান্তরের পর যৌনতৃপ্তির প্রসঙ্গ একবারও উল্লেখিত হয়নি কিন্তু ব্যক্তিত্ব বদলের অনুভূতির কথা এসেছে ঃ ডোনাল্ড ছিল ম্যাচো, অ্যাকাডেমিক পুরুষ, কথোপকথনে দক্ষ, আলোচনাসভার মধ্যমণি হওয়ার লক্ষ্যে অবিচল। ডিয়ার্দ্রে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, নিজে কথা বলার চেয়ে অন্যের কথা শুনতে বেশি আগ্রহী। নিজের রূপান্তরকে ম্যাকক্লস্কি বর্ণনা করেন এইভাবে ঃ আমি ছিলাম পজিটিভিস্ট সোশাল ইঞ্জিনিয়ার, জোন-বায়াজ ধরনের সোশালিস্ট এবং পুরুষ। আজ আমি মুক্ত বাজারের সমর্থক, নারীবাদে বিশ্বাসী, উত্তর-আধুনিক নারী। নিজের সম্পর্কে মজা করে লেখেন–কিশোর ডোনাল্ড শুতে যাওয়ার আগে প্রার্থনা করত 'হে ভগবান, কাল যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি আমার তোতলামি সেরে গিয়েছে আর আমি মেয়ে হয়ে গেছি। ঈশ্বর আজ আ-আ-আমার একটা ইচ্ছে অন্তত: পূ-পূ-পূরণ করেছেন।'

*** *** *** *** ***

।। ২।।

আমার রূপান্তর ঃ পরিবর্তন, পরিক্রমা, হয়ে ওঠা, আত্ম-আবিস্কার, ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ এর দীর্ঘ সময় জুড়ে চলছিল। প্রথমে ডোনাল্ড থেকে ক্রমশ ডিয়ার্দ্রে — আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও ইতিহাসের প্রোফেসরের রূপান্তর প্রক্রিয়া। এগারো বছর বয়স থেকে আমি গোপনে পুরুষ পোষাক পাল্টে মেয়েলি পোষাকে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। সপ্তাহে দুই তিনবারের এই অভ্যাসটি ছাড়া আমি স্বাভাবিক একটি ছেলে। বাইশে পৌঁছে, বিয়ের প্রথম বছরেই আমার স্ত্রীর নজরে আসে আমার পোষাক পাল্টানোর অভ্যাস। "ও তেমন কিছু নয় আমল দেবার মত" আমাদের যৌথ সিদ্ধান্ত। কতজনের আরও কত অদ্ভুত যৌন অভ্যাস থাকে। "চিন্তার কিছু নেই" আমরা বলি। উনিশশো চুরানব্বইএ বাহান্ন বছর বয়স্ক আমি, তিনদশক ধরে বিবাহিত, দুই সন্তানের জনক স্থির করি পোষাক পরিবর্তনের অভ্যাসকে আমি আরও একটু প্রশ্রয় দিতেই পারি। আরও কয়েকবার ভেনিস ভ্রমণ জরুরী।

নারীত্বে পৌঁছে আমি, স্থির, রয়ে যাই। শরীরের সুখানুভূতির জন্য নয়, যা আমি আরও পরে আবিষ্কার করব, এমনকি আমার অনেক বেদনাও আমার কল্পনার অতীত ছিল। আনন্দ বেদনার নিরিখে নয়, প্রশ্নটা ছিল আত্মপরিচয়ের। আমি কে, ঠিক এই মুহূর্তে? কোনো অভিযাত্রী এই দোলাচলের অংশীদার নয়। লিঙ্গসীমা পেরোতে চাওয়া রূপান্তরকামীর

সঙ্গে তার প্রতিতুলনা এখানেই ভেঙ্গে পড়ে। নিজের দেশ সিসিলি ছেড়ে রূপকথার শহর নিউইয়র্কে আস্তানা পাতার বাসনা তো এই জন্য মানুষ পোষণ করে যে সেই শহরের রাস্তাও সোনা বাঁধানো–কে কবে আমেরিকা পাড়ি দেয় আত্মানুসন্ধানে, একা? দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার লাভ-লোকসানের হিসেব কষবেন ঐতিহাসিক অর্থনীতিবিদ পন্ডিতরা। আমি উজ্জ্বল রঙিন পোষাক পরার আকাঙ্খায় লিঙ্গ পরিবর্তন চাইনি (ডোনাল্ড চায়নি)। নারীসুলভ লাবণ্যে পৌছনোর ইচ্ছে ডোনাল্ডের কাছে ছিল ভ্যাদভেদে সেন্টিমেন্টালিটি। তার সিদ্ধান্ত লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা করেনি। উপযোগিতার ব্যাকরণ যেভাবে আমাদের চেনা পরিমন্ডলে জমা-খরচ গুণতে গুণতে 'সিদ্ধান্তের' জন্ম দেয়, আমার লিঙ্গ পরিবর্তনের ইচ্ছে ব্যালান্স শীটের প্রচলিত নিয়ম মেনে হয়নি, তার মূলে ছিল আত্মপরিচয়ের খোঁজ।

আমার রূপান্তর-আকাঙ্খার মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ ও ফ্রয়েডিয় ব্যাখ্যা সহজলভ্য। অনেক গবেষক লিঙ্গ পরিবর্তনের আকাঙ্খা ব্যাখ্যা করবেন জৈবিক কারণের সাহায্যে। শবব্যবচ্ছেদের পর দেখা গেছে, পুরুষ পরিবর্তনকামীর মস্তিস্কগঠন অনেকাংশে নারীমস্তিষ্কের অনুরূপ। কিন্তু কেন এমন হতে পারলো–এই প্রশ্নের উত্তরে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভাবিত সাংস্কৃতিক মনন আমাদের নিশ্চিত ঠেলে দেবে ডাক্তারির দোরগোড়ায়। পরিবর্তনকামী যদি সহজ শরীর-সুখের বাসনায় এমনটা চায়, সে তো হাস্যকর, বোকা, সমাজবিরোধী–তাকে জেলে পাঠাও, লোপাট কর। আর যদি মস্তিস্ক গঠনের রসায়নে এমনতর লক্ষণ থাকে সে কথা আলাদা–পাগলা গারদে রেখে তবে তার উপযুক্ত চিকিৎসা হোক।

কেন এমন হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, "এমনটা হলে ক্ষতি কি?" আপনিও তাই প্রিয় পাঠক যেমনটা আপনার মন আপনাকে করেছে। আপনি পীচ্ আইসক্রীম কেন পছন্দ করেন বা আপনি আশাবাদী কেন এর উত্তর না দিলে কেউ আহত হবে না। আজকাল 'সমকামী' জানলে মানুষ প্রশ্ন করা থেকে বিরত হয় যদিও ১৯৬০ সালে নিশ্চিত ভাবেই এমনটা ছিল না। আপনি সমকামী জানলে আপনাকে যার সম্মুখীন হতে হত তার অনেকটাই নোংরামি। আমি রূপান্তরকামীকে প্রশ্নে জর্জরিত হওয়া থেকে মুক্তি দিতে চাই ও তার প্রতি স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ দাবী করি। আমার রাজনীতিঃ চিকিৎসা বিজ্ঞান নির্ধারিত লিঙ্গ পরিবর্তনের মডেল, আরও বিশটা ফালতু বিষয়ের সঙ্গে, নিপাত যাক।

যাইহোক, আপনি যে আপনার জন্মসময়ের 'অফিসিয়াল' লিঙ্গ পরিচয় বহন করছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত তো? প্রয়োজনে প্রমাণ দিতে পারবেন? কী অদ্ভুত এই প্রমাণ সাপেক্ষ পরিচয়।

বলা যায় না হয়তো আপনারও প্রয়োজন পড়তে পারে কিঞ্চিৎ চিকিৎসার।

*** *** *** *** ***

।। ৩ ।।

এক বছরের ইতস্তত জমানার শেষে, আরও দুই বছর পর আমি নিশ্চিত হলাম আমি উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। একটু একটু করে মুখের আদল বদলেছে, এক হাসির রেখা থেকে অন্য রেখায় প্রকাশ পেয়েছে প্রসন্নতা, আমার পরিবর্তিত চেহারা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। একশো শতাংশ পরিপূর্ণ নারীত্ব আমার জন্য নয়। আমার কোনোদিনও এক্স্ এক্স্ ক্রোমোজোম থাকবে না। বাহান্ন বছর বয়স পর্যন্ত বালিকা বা নারীর জীবন আমার ছিল না কোনোদিন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সংসারে কোনোকিছুই একশো শতাংশ খাঁটি নয়। কৈশোর থেকে নাস্তিক আমি রূপান্তরের দ্বিতীয় বছরে ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ধর্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। তিনি আমার অন্তরাত্মাকে নারী হওয়ার আরাম দিয়েছেন।

নারী হিসেবে পরিগণিত হওয়া নারী হয়ে ওঠার অন্যতম চিহ্ন। অন্যদের কাছে ডাচ্ বলে গ্রহণযোগ্যতা তৈরী হওয়াই ডাচ্ পরিচয়ের লক্ষণ, অন্য কোন চিহ্নের প্রয়োজন পড়ে না। তুমি যদি পুরুষালি-নারীও হও, যেমন অনেকে, তবু তুমি নারী। নারী জাতির কাউকে কি নারীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়? শারীর সংস্থানই একমাত্র নির্ধারক নয়। চওড়া কোমর, ছোটখাট গড়ন, উচ্চস্বর, রোমহীন মুখ, পুরুষের প্রতি যৌন আগ্রহ, পুরুষের চেয়ে আবেগপ্রবণ এবং ছিচকাঁদুনেপনাঃ আমরা জানি এইসব বৈশিষ্ট্যের ইতরবিশেষ, ঘাটতি অথবা বাড়তি যেমনই হোক, নারীকে নারী করে তোলে। এবং এভাবেই নারী হওয়ার প্রক্রিয়ায় নারীজাতীয় হয়ে ওঠা। হল্যান্ডের জন্য বিষাদগ্রস্থ হওয়াই প্রবাসী ডাচের ডাচত্বের পরিচয়। এভাবেই অন্য নারীদের কথোপকথনে ডিয়ার্ড্রের নারী হয়ে ওঠার বিষয়টি আলোচিত হয়, যা ওর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। ডিয়ার্ড্রে নিজে কি নারীত্বে পৌঁছে যাওয়ায় আত্মবিশ্বাসী? আমি কি নারীত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেছি, ভাবে ও। হ্যাঁ অবশ্যই আমি নারী।

নারীদের মধ্যে অন্তর্গত হওয়া তাই আর আলাদা কোন মানে তৈরী করে না। অন্তর্ভুক্তি নারীত্বের পরিচায়ক। কেন একজন লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন করে তা যেন অনেকটা জানতে চাওয়ার মত কেন একজন ভাবপ্রবণ বা উদারহৃদয়ঃ সে ওইরকম, তাই। আত্মপরিচয় তো অনেকটাই গড়ে তোলা, যা একজন হয়ে ওঠতে চায়। এবং অনেকটাই নির্ধারিত। নির্ধারিত এবং পরিবর্তিত হতে হতে আত্মপরিচয় তৈরী হয়। এইভাবে আত্মপরিচয় গড়ে ওঠা — একটি রোম্যান্টিক ধারণা যার বিপ্রতীপে দাঁড় করানো হয় ঘোর অ্যান্টিরোম্যান্টিক পজিটিভিজম্ যা নিটোল এবং স্থির আত্মপরিচয়ের কথা বলে এবং আমাদের ভূমিকা থাকে শুধু সেই আইডেন্টিটিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা। 'আসল' ডিয়ার্ড্রে আপনি একটু উঠে দাঁড়াবেন কি? এই আসলিপনা অনেকটাই মেকি তা কি আপনি জানেন? আমরা ক্রমশ হয়ে উঠি। এই হয়ে ওঠা আমাদের সচেতন প্রয়াস।

আত্মপরিচয় নির্মাণে রোম্যান্টিকতার অবদানও থাকে। আমি আমাকে ডাচ্ করে তুলি অথবা আমেরিকান, নার্স অথবা অ্যাকাউন্টেন্ট, সামাজিক গুটিপোকা অথবা প্রজাপতি, একটু একটু করে। শৈশবেই নিহিত থাকে সেই প্রবণতা। সেই প্রবণতা টের পাওয়া যায় ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার পদ্ধতির মধ্যে। যেমনভাবে বিরক্ত বিষাদগ্রস্থ আশি বছর বয়সের বৃদ্ধা বহন করেন শৈশবের বিরক্তি ও বিষাদের বীজ। হাসিখুশি বাচ্চা বড় হয়ে আশাবাদী হয়। আশ্চর্য নয় যে মানুষ সেই অপরিবর্তনীয় অংশের নাম দিয়েছে আত্মা।

*** *** *** *** *** *** ***

।। ৪ ।।

অবশেষে, গাল এবং চোয়াল অপারেশনের আগের দিন যাবতীয় ছবি তোলা সারা হলে এবং বিশাল অংকের টাকা, কখনও দশ কখনও পনের হাজার ডলারের চেক্ জমা দেওয়ার পর সানফ্রান্সিস্কোয় ডাক্তার আউস্টারহাউটের চেম্বারে পৌঁছে অপেক্ষা করতে থাকে ডি। চিকিৎসার সমস্ত খরচ প্রথম দিন থেকে নিজস্ব এবং তার উপর কোনো ট্যাক্স আরোপিত হবে না জেনে ও নিশ্চিন্ত। ব্লু ক্রস বীমা সংস্থা লিঙ্গ পুনর্গঠন সার্জারির বিষয়ে স্পষ্টত আগ্রহী নয়। কসমেটিক সার্জারি বিষয়েও তাদের উৎসাহ নেই। স্বর পরিবর্তন ও অন্য কোন শারীরিক ত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রেও তারা সমান অনাগ্রহী।

ডোনাল্ড ব্লু ক্রসের কাছে অভিযোগ করেছিলঃ আপনারা ডায়াগ্নস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকাল ম্যানুয়াল অফ্ মেন্টাল ডিস্অর্ডারস (ডি. এস. এম. - III) অনুযায়ী ট্রান্সসেক্সুয়ালিটিকে মানসিক বিশৃঙ্খলা বলে অভিহিত করবেন এবং যখন সেই বিশৃঙ্খলার চিকিৎসা সার্জারির সাহায্যে সহজেই সম্ভব, এমনকি মুখমন্ডলের সার্জারি পর্যন্ত — তখন তার কোনো আর্থিক দায়িত্ব নেবেন না, তা তো হয় না। আপনারা হয় একে ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার বলে মেনে নিয়ে নিরস্ত হোন তাহলে অন্তত মনস্তাত্ত্বিকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, অথবা এটি একটি বিশৃঙ্খলা যা চিকিৎসার সাহায্যে শোধরানো যায় সুতরাং মেডিকাল বীমার আওতায় বিষয়টিকে নিয়ে আসুন। ডোনাল্ডের স্বভাব ছিল ন্যায় বিচারের জন্য লড়ে যাওয়া। ডি অনেক বাস্তববাদী। সে জানে, একমাত্র মিনেসোটা ছাড়া আমেরিকার কোথাওই ব্লু ক্রস কোনো আর্থিক দায়িত্ব নেবে না, এমনকি কেউ যদি 'জেনুইন কেস' হিসেবে প্রমাণ দাখিলের জন্য বোকা এবং আত্মম্ভরি কোন এক মনোচিকিৎসকের আওতায় দুবছর ব্যয়ও করে তাহলেও। আমরা আমেরিকানরা কি করা উচিত সে বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া বেশি পছন্দ করি, যেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা জারীর বিষয়ে বা ড্রাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। সারা জীবনে আমার জন্য চিকিৎসাজনিত যা খরচ হয়েছে আমি তার অন্তত দশ বিশগুণ বেশি অর্থ চিকিৎসা সংক্রান্ত বীমায় খরচ করেছি। বীমাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাতে অবশ্য কোনো 'ম্যরাল হ্যাজার্ড (moral hazard) সৃষ্টি হয় না। এমন তো নয় যে লিঙ্গ পুনর্গঠন এবং চোয়াল সংস্থাপনের যাবতীয় খরচ বীমা কোম্পানী বহন করবে জানলে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই সুবিধে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বোঝাই যায় যে এই নীতি লিঙ্গ রূপান্তরের আতঙ্ক সঞ্জাত। স্বাধীনতার আস্বাদ এখানে মধুর; আবার

অবুঝ, একগুঁয়ে বিতৃষ্ণা পোষণ করার দেশও এই আমেরিকা।

ডাক্তার আইস্টারহাউটের অফিস ম্যানেজার মীরা অপেক্ষারত ডি'র আমেরিকান নৈতিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে বিঘ্ন ঘটায় ঃ

"ডি খারাপ খবর আছে"

"কিরকম?"

"তোমার বোন বার বার হাসপাতালে ফোন করছে, চিঠি লিখছে এবং তোমার ব্যাপারে সামান্য একটু এগোলেই মামলা করবে বলে হুমকি দিচ্ছে"

"ও, না না না" রাগে উত্তেজনায় ডি ওয়েটিংরুমে গজরাতে থাকে। "এই নিয়ে তৃতীয়বার। চারবার ও আমাকে আটকাতে চেয়ে তিনবারই সফল হয়েছে। কবে, কবে ও আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে?"

আউস্টারহাউট ওকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলেন। "একটু পিছিয়ে যাচ্ছে, এই যা। তবে আমি আপনার জন্য যতটা পারি করব।"

"ওর ধারণা আমি নিশ্চিত পাগল হয়ে যাব, যখন জেগে উঠে টের পাব আমি কি করেছি।"

আউস্টারহাউট হাসেন। "এটা একটা বোকার মত কথা। আমি হাজার হাজার প্লাস্টিক সার্জারি করেছি। মানুষ পছন্দ করে আমাদের কাজ। আমি কোনোদিন শুনিনি কেউ জেগে উঠে ধন্যবাদ দেওয়ার বদলে অন্য কিছু করেছে। আপনার বোনের কাছে এবিষয়ে তথ্য প্রমাণ আছে কি?"

"কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকরা এত ভিতু হয় যে প্রমাণ ছাড়াই তারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত।"

"ওদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক।"

বোনের দায়ের করা মামলায় ডোনাল্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য যে মনস্তাত্ত্বিক নিযুক্ত হয়েছিলেন, ডাক্তার আউস্টারহাউট তাঁকে ফোন করেন, ডি'র বিষয়ে লেখা তাঁর চিঠির শেষ প্যারাগ্রাফটি ছিল অস্পষ্ট। অপারেশনের জন্য প্রয়োজন স্পষ্টতা। ডি'র মনে হয়েছিল মনস্তাত্ত্বিক-অভ্যাস মত অস্পষ্টতা বজায় রাখার মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা, যাতে পরে ফেঁসে না যেতে হয়। আউস্টারহাউট পরে ডি'কে জানান শিকাগোর সেই ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর কীধরণের সংলাপ চলেছিল ঃ

"আপনি কি মনে করেন ডি অপারেশনের যোগ্য এবং কনসেন্ট ফর্ম সই করতে পারার মত সুস্থ?"

"হ্যাঁ"। একই কথা তিনি সপ্তাহ দুই আগে ডি'কেও বলেছিলেন।

"চমৎকার! আপনি কি এই মর্মে একটা লিখিত বয়ান পাঠাতে পারেন? ফ্যাক্স করে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঠিয়ে দেন যদি।"

"হ্যাঁ ... কিন্তু আমার টাইপিস্ট এখানে নেই যে।"

"একটা কাগজে হাতে লিখে ফ্যাক্স করে দিন না। লিখতে তো পারবেন, না কি?"

"হুঁ। আমি ফ্যাক্স পাঠাতে জানি না।"

"আমি ফোনে আপনাকে বলে দিচ্ছি, কীভাবে পাঠাতে হবে।"

কোনও কাজ হল না। যা তিনি বিশ্বাস করেন বলে অন্তত দুবার স্বীকার করেছেন সেকথা মনস্তাত্ত্বিক কিছুতেই লিখে দিতে রাজি হলেন না। উনি ভয় পাচ্ছেন ভাবে ডি। আমি যে জেগে উঠেই অনুশোচনায় পাগল হয়ে যাব, বোনের এই তত্ত্ব উনি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছেন। তাই দায়িত্ব নিতে চান না। মনস্তাত্ত্বিকরা দায়িত্ব নেয় না। ভীতুর দল। মনস্তাত্ত্বিকরা সবসময়েই পাশ কাটিয়ে যেতে পারে কারণ সার্জেনদের মত ওদের তো আর মূহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। "দেখা যাক না পাগলাগারদে মাসখানেক কাটিয়ে কেমন থাকে। কিংবা বছরখানেক।" ওদের সিদ্ধান্তে কোনো স্থিরতা থাকে না কখনই।

আউস্টরহাউট তবু চেষ্টা করে চলেন এবং ডি'কে ডেভিস্ মেডিকাল সেন্টারে ভর্তি হয়ে যেতে বলেন যেন আগামীকাল ভোরেই অপারেশন স্থির। সেদিন বিকেলেই আরও একজন মনস্তাত্ত্বিকের ডি'কে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন তিনি। বার্কলের সমস্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে শুধু তার পাশে সেই ভয়ানক সন্ধ্যায় থাকবে বলে সারা রাস্তা গাড়ি চালিয়ে ডেভিসে পৌঁছয় তার বান্ধবী এস্থার। তাকে ডি বলে "আরও একজন মনস্তাত্ত্বিক! শুধু লিঙ্গ আমার পছন্দসই নয় বলে মানসিক রোগের পরীক্ষা দিতে দিতে আমি ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ করছি। আমার যদি চিরে যাওয়া মুখগহ্বর বা হার্টের কন্জেনিটাল ডিফেক্ট পছন্দ না হয় তাহলে কি আমায় মানসিক রোগী মনে করা হত?" সাইকিয়াট্রিস্ট রাত করে এলেন। রাতের ডিনার পার্টি থেকে তাঁকে নিয়ে আসা হল, মনে হল তিনি সহানুভূতিশীল। এস্থার বাইরে হলে অপেক্ষা করছিল, শুরুর আগে এবং শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডি'কে নরমভাবে বলল "সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে উনি কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন।"

"অন্যদের মত নয় হয়ত।" বলল ডি, "আমার এত ভয় করছে।"

রাত এগারোটায় উনি ছাড়পত্র দিলেন। "আপনি অপারেশনের জন্য কন্সেন্ট ফর্মে সই করার উপযুক্ত।" ডি সে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারল।

পরদিন ভোরে তবু অপারেশন হল না। মামলা চলাকালীন শিকাগোর সেই মনস্তাত্ত্বিক, যিনি ডি'কে পরীক্ষা করেছিলেন, আউস্টারহাউটের প্রয়োজন ছিল তাঁর ছাড়পত্রের। ডি'র মনস্তাত্ত্বিক বোনের হার্ভার্ড নামাঙ্কিত কাগজে লেখা চিঠির শক্তি এতটাই যে হাসপাতালের উকিলদের ঠান্ডা করতে অন্তত দুজন মনস্তত্ত্ববিদের সার্টিফিকেট জরুরী ছিল। আবার সেই শিকাগোর ভদ্রলোকটির ওপর নির্ভর করা, যাকে রূপান্তরের বিষয়ে অজ্ঞ ও ভীতু ছাড়া আর কিছু ভাবা যাচ্ছিল না। সারা সকাল আউস্টারহাউট চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। একটি লিখিত মন্তব্যের জন্য দর কষাকষি করে যাওয়া একজন সার্জেনের পক্ষে বড়ই ব্যয়বহুল। অবশেষে মনস্তাত্ত্বিক রাজি হলেন ক্যালিফোর্নিয়ায় ফ্যাক্স পাঠাতে, যেমন উকিলের চাপের মুখে শিকাগোয় রাজি হয়ে ছিলেন। এবারে আউস্টারহাউট তাঁকে কী বলেছিলেন, ডি কে জানান নি।

অপারেশন ছয় ঘন্টা দেরীতে শুরু হল। প্রথম সকালটা নষ্ট হওয়ায় দুই দিনে ধার্য করা — মুখমন্ডল, স্তন, পেট ভেতরে টেনে আনার অপারেশন — তৃতীয় দিন পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। আইনি খরচ, বাড়তি ঘোরাঘুরি এবং অতিরিক্ত একদিনের সার্জারি ব্যবস্থাপনার খরচ দাঁড়াল পঁচিশ হাজার ডলার। তা হোক, ডি নিজেকে বোঝায়। শেষ পর্যন্ত সার্জারি হচ্ছে তাহলে।

যখন ওর ঘুম ভাঙ্গে ঃ আমি কি পাগল হয়ে গেছি? না শুধু আপাদমস্তক ব্যান্ডেজে মোড়া। ওর বন্ধুরা রিচার্ড এবং সুসান দেখতে এসেছিল, রিচার্ড বলল ব্যান্ডেজ জড়ান অবস্থায় ওকে পথ দুর্ঘটনায় মৃতপ্রায় ব্যক্তির মত দেখাচ্ছে। কেন্ এবং অ্যালেন্ সম্পাদকদ্বয়, যাদের সঙ্গে ডি'র একটি বইয়ের কাজ চলার কথা, দেখা করতে এল। অ্যালেনের স্ত্রী নানা রকম ডিস ভর্তি খাবারও এনেছিল। পরের দিন এস্থার ওকে উপসাগরের তীরে এল্সেরিটোর বাড়িতে নিয়ে এল। ফাঁকা বাড়িতে ডি অপেক্ষা করতে লাগল কখন পাগলামির লক্ষণ দেখা দেবে।

পরের অপারেশনও ঠিকঠাক হল। তার পরেরটাও, যেটা তৃতীয়। অপারেশনের ক্রমের হদিশ রাখা আর ডি'র পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, কয়েকটা আবার আলাদা করাও সম্ভব ছিল না ঃ নাকের পরিবর্তন, ভ্রূর তলার হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া, হেয়ারলাইন সামনে এগিয়ে আনা, চোয়াল ছুঁচলো করা, ঠোঁটের রেখা স্থির করা, ভ্রূ উঁচুতে তুলে বসানো, স্তন

এগিয়ে আনা ও পেট ভেতরে ঢোকানো। ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠছিল যদিও প্রতিবার ফোলা আর ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বেশ কিছুদিন কাটাতে হচ্ছিল। তিনবার মুখ খুলে ফেলে ফের লাগাতে হলে কিছুদিন অদ্ভুত দেখতে লাগাটাই স্বাভাবিক। ক্ষতর চেয়েও ওর আশঙ্কা ছিল প্রতিবারের জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন পরেও সেই প্রভাব থেকে যায়। যা হোক তা হয়নি। সার্জারিজনিত কষ্ট এমনকি পরেও বিশেষ টের পায়নি যা ওষুধে ঢাকা পড়ে না। সেরে ওঠা ছিল অসুবিধাজনক ও অস্বস্তিকর প্রক্রিয়া কারণ আলুথালু অবস্থায় নিজেই নিজেকে সুস্থ করে তুলতে হচ্ছিল। তবে তা কষ্টকর ছিল না।

সার্জারি-মধ্যবর্তী সময় সে কাটিয়েছে এস্থার ও তার বন্ধু মার্টির বাড়িতে। আর প্রায়ই চার্চে গেছে। যে ছয় সপ্তাহ সে এস্থারের সঙ্গে ছিল, প্রতি রবিবার চার্চের সুরেলা প্রার্থনাসভায় এস্থারের অপূর্ব প্রার্থনা-বাণী শুনতে শুনতে চার্চকেন্দ্রিক ধর্মীয় জীবনের অভিজ্ঞতা প্রথম লাভ করে। এই ধর্মীয় সমাবেশের অভ্যর্থনা ছিল সবসময়েই সাদর এবং উষ্ণ যা সদস্যদের বৈচিত্রের প্রতি সহিষ্ণুতার আভাস দেয়। একজন লিঙ্গ পরিবর্তিত, বীভৎসভাবে ক্ষতবিক্ষত মুখের অধিকারী তাদের দ্বিধাগ্রস্থ করেনি। প্রার্থনা শেষে কফি পানের বিরতির সময়ে ডি চার্চে আসা মহিলাদের মধ্যে অবাধে ঘোরাঘুরি করেছে, ওরা তাকে লক্ষ্য করেছে, সে ওদের। এবং সহজ, উষ্ণ ব্যবহারে আশ্বস্ত হয়েছে বারবার।

*** *** *** ***

।। ৫।।

ওর বিদঘুটে গলার স্বর। সানফ্রান্সিসকোর স্পীচ-সার্জেনের অফিসে ফোন করে ডিসেম্বরের প্রথমে নির্ধারিত অপারেশনের বিষয়ে খোঁজ নেয় ডি।

"ও, সেটা তো বাতিল হয়ে গেছে" সেক্রেটারি জানায়।

"বাতিল? তার মানে?"

"ডাক্তার করবেন না ঠিক করেছেন"

"আমাকে জানান নি কেন?"

"আপনাকে জানানোর আমার স্বাধীনতা নেই"

"ও। আমার বোন তাঁর কাছে পৌঁছেছে তাহলে।" ভীতু, ভাবে ডি। "আমাকে একবার জানালেন না!"

"আমার জানানোর স্বাধীনতা নেই"

"রোগীর বোন আপনাদের শাসানো মাত্র আপনারা অপারেশন বাতিল করে দিলেন, এমনকি রোগীকে জানানোর প্রয়োজনও বোধ করলেন না। আমি কি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"আমি দুঃখিত ডাক্তার নেই। আমাকেও যেতে হবে।"

"বিদায়। দিনটা ভালভাবে কাটাবেন।"

অসাধারণ, ভাবে ডি, এমনকি একজন ভীতু সার্জেনেরও খোঁজ পেলাম। সবকটা মনস্তত্ত্ববিদ ও অন্তত একটা সার্জেন। কিন্তু এরকম পুরুষালি গলায় তো হল্যান্ডে পড়াতে যেতে পারব না।

ফিলাডেলফিয়ার একজন স্বর সার্জেনের সঙ্গে ডি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। কিন্তু অপারেশনের পর গলার স্বরের কোন উন্নতি হয় না। অপারেশনের সাফল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। হল্যান্ড যাওয়ার পথে একবার ফিলাডেলফিয়া হয়ে যাবে, স্থির করে ও।

আমস্টারডামের ইরাস্‌মাস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য হল্যান্ড পৌঁছনর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রধান ডাচ্‌ সংবাদপত্র — এন্‌ আর সি হান্ডেল্‌স্‌ব্লাড-এ, যাকে হল্যান্ডের নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ বলা যায়, ডি'র নজরকাড়া ছবি ও পাতাজোড়া লেখা বের হয়। লেখাটি অর্থনীতি এবং প্রেম বিষয়ে তার মতামত, যেখানে লিঙ্গ পরিবর্তন একটি আকর্ষনীয় পার্শ্বঘটনা হিসেবে উল্লেখিত হয়। একটি ব্যবসা সংক্রান্ত ডাচ্‌ পত্রিকা অ্যাডাম স্মিথের পুনরুত্থান বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধে ডিয়ার্দ্রে ম্যাকক্লস্কিকে 'শিকাগো স্কুলের উত্তরাধিকার বহনকারী কন্যা' যিনি একজন মুক্ত বাজার নীতির সমর্থক ও নারীবাদী বলে উল্লেখ করে। তার সঙ্গে একটি পার্শ্বরচনা প্রকাশিত হয় 'যে ডোনাল্ড সেই ডিয়ার্দ্রে' নাম দিয়ে। পুরুষ থেকে নারী রূপান্তরের সময় "সহনশীল" হল্যান্ড যে জীবন যাপনের উপযুক্ত স্থান, এই মর্মে ডি'র বক্তব্য প্রকাশ করে তারা।

লিঙ্গ পরিবর্তনের বিষয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম চলে আমস্টারডামের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে। রূপান্তরকামীদের এই প্রোগ্রামের কথা অজানা নেই। ডাচ্‌ জনসাধারণ প্রোগ্রামটি কোথায় চলে ভেবে বিস্মিত হয় কারণ হাসপাতালটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি গত উনিশ শতকে ধর্মীয় বিশুদ্ধবাদীরা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং শুদ্ধতা বজায়ের ঝোঁক তাদের এখনও আছে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের "অসুস্থতা" মডেলের মাধ্যমে বহু রূপান্তরকামী মানুষকে চিহ্নিত এবং ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসিত হতে সহায়তা করে। ডি'কেও হরমোন পাওয়ার জন্য ওখানে যেতে হয় কারণ আমেরিকার বাইরে আমেরিকান প্রেসক্রিপশন একেবারেই মূল্যহীন।

ডি'র কাছে অর্থহীন মনে হলেও ওরা চেয়েছিল হরমোন পাওয়ার যোগ্যতা ঠিক করবে একজন মনস্তত্ত্ববিদ। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামে ডি অফিসিয়ালি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশনের জন্য জরুরী ছিল বেঞ্জামিন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এক লিঙ্গ থেকে অন্য লিঙ্গে পৌঁছানোর মধ্যবর্তী অবস্থানে দুটি কষ্টকর বছর ব্যয় করা। আবার এই প্রোগ্রামই হরমোন পাওয়া অনুমোদন করত বলে রোগীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে হৈচৈ করে কর্মকর্তাদের চটিয়ে দেওয়া ডি'র পক্ষে বুদ্ধির কাজ হত না। যদিও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামটি, ডি নিজেকে বলে, জন্‌স্‌ হপকিন্সের আদলে তৈরী আমেরিকান হাসপাতালের প্রোগ্রামের চেয়ে অনেক ভাল। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত হাসপাতালগুলো মনস্তাত্বিকদের পরিচালনায় লিঙ্গ পরিবর্তনের আকাঙ্খা প্রশমিত করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। আর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতাল হরমোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা চালিত হয়ে রূপান্তরকামীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে সফল হয়, যদিও 'অসুস্থ'কে সুস্থ করে তোলার নির্বোধ উদ্দেশ্য নিয়ে।

কমবয়েসি মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ মনে মনে রূপান্তর-আকাঙ্খা নামক অসুখের উপসর্গ তালিকা মেলাতে মেলাতে ডি'র চেনা প্রশ্নগুলোই আবার করতে থাকেন। "প্রথম কবে মেয়ে হতে চাইলেন?" "আপনি কি ছোট থেকেই মেয়েলি ছিলেন?" বাতিল বিজ্ঞান ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ডায়গনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকাল ম্যানুয়াল অফ্‌ মেন্টাল ডিসঅর্ডার অনুযায়ী প্রস্তুত করা সম্ভাব্য উত্তরতালিকার বাইরে কোনো উত্তর পেলেই ডি দেখতে পায় ভদ্রমহিলার ভুরু ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠছে। ডি ভাবে, তিনি বুঝতেই পারছেন না তালিকাটি কতদূর অসঙ্গত।

তাতে কি কিছু এসে যায়? উনি কি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন? প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ইস্ট্রোজেন পাওয়া বন্ধ করতে পারেন, অথবা অস্ট্রেলিয়ায় আমার সম্ভাব্য সার্জেনকে জানাতে পারেন যে আমি আসলে যথার্থ রূপান্তরকামী নই।

অবশ্যই তিনি তা পারেন বৈকি।

ডি মিথ্যে বলতে শুরু করে। প্রত্যেকেই তাই করে। কাঙ্খিত এবং নির্দোষ জীবনে পৌঁছতে একজন স্বাধীন, সুস্থ, সাবালক মানুষকে অনায়াসেই বাধা দিতে পারেন একজন মনস্তত্ত্ববিদ, তাঁর স্বপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়াই, কোনো সহজ আন্তরিকতার পরিচয় না দিয়ে এবং ডি এস এম তালিকা যে লিঙ্গ বিষয়ে প্রচলিত সামাজিক সংস্কারকেই প্রতিষ্ঠিত করে, একথা বোঝার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে। আমরা আপনাকে পরীক্ষা করব। বছর দুই ধরে। অপেক্ষা করুন। হতেই পারে যে আপনাকে অনুমোদন করা গেল না। করব না যে সেই সম্ভাবনাই প্রবল। ইলিনয়ের গালেস্‌বুর্গের একজন রূপান্তরকামী শ্রমজীবী মানুষকে ডি চিনত যাকে স্থানীয় মনস্তাত্বিকদের কাছে বছর দুই থেরাপি এবং আড়াই হাজার ডলার খরচের পর শুনতে হয়েছিল ঃ আরও

অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে গেছে যা ভেবে দেখতে হবে। আপনাদের সবসময়েই "আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়ে যাবে যা ভেবে দেখতে হবে" অধৈর্য হয়ে ডি ভাবে।

অবশ্যই রূপান্তরকামীরা মিথ্যে কথা বলে। তারাও মনস্তাত্ত্বিকদের মত ডি এস্ এম্ তালিকা পড়ে নেয়। প্যাট ক্যালিফিয়া তাঁর সেক্স চেঞ্জেস ঃ দি পলিটিক্স অফ ট্রান্সজেন্ডারিজম বইতে (১৯৯৭) লিখেছেন "লিঙ্গ-বৈজ্ঞানিকরা বুঝতে চান না যে নির্দিষ্ট উপসর্গ তালিকা ও যে ধরণের হিস্ট্রি থাকলে রূপান্তরকামীর ডাক্তারি অনুমোদন পাওয়ার কথা সেইসব হুবহু আউড়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি তৈরী করেছেন তাঁরাই।"

"ও হ্যাঁ" মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিককে বলে ডি "আমার তো বরাবরই ওইরকম ইচ্ছে করত। হ্যাঁ সেই যবে থেকে মনে করতে পারি। ঠিক যেন পুরুষের শরীরে নারী হয়ে আছি। হ্যাঁ আমি আমার পুরুষাঙ্গ ঘৃণা করি।"

হ্যাঁ ডাক্তার, যেমনটি তোমার নির্বোধ লিস্ট চাইবে। মনস্তাত্ত্বিকের ভুরু যথাস্থানে ফেরে।

*** *** *** ***

।। ৬।।

ডিয়ার্ড্রের মতে রূপান্তরকামীর জন্য মনস্তাত্ত্বিকের প্রয়োজন নেই। লোকে বলে "ধীরে, অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া চাই।" কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক কি জানে কীভাবে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায়। বিষয়টি সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা নেই এং তারা জানতে বিন্দুমাত্র উৎসুকও নয়। মনস্তাত্ত্বিকদের দিয়ে রূপান্তরকামীদের চিহ্নিত করা, অনেকটা ব্রেন সার্জেনকে দিয়ে ওপেন হার্ট সার্জারী করানোর মত। বিষয়টা তাদের জ্ঞান-গম্যির বাইরে। আজকের সাইকিয়াট্রিক গবেষণায় ওষুধ প্রয়োগে সাইকোসিসের চিকিৎসা নিঃসন্দেহে মনস্তাত্ত্বিকদের পারদর্শিতা। ওষুধের সাহায্যে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন বা এমনকি স্কিজোফ্রেনিয়ারও যে অনেকদূর পর্যন্ত নিরাময় সম্ভব হচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু লিঙ্গ রূপান্তর তো সাইকোসিস নয় বা কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ কোনো ধরনের সাইকোসিসের সঙ্গে লিঙ্গ-রূপান্তরকে ক্ষীণতমসূত্রেও যুক্ত করে না। যাদের খয়েরি চুল বা যাদের ভেনিস যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল, তাদের প্রত্যেকের ধরন বুঝতে মনস্তাত্ত্বিকদের নিযুক্ত করা হলে তা একইরকম নিরর্থক হবে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য তা অবলীলায় করাই যায় যখন তখন, না কি? এবং রূপান্তর নামক বিশেষ পদক্ষেপটি যখন অনড়, অপরিবর্তনীয় নয়। অবশ্য ডি যখন একথা সবাইকে বোঝাতে চেয়েছে তারা অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তারা অন্তত এইটুকু বুঝতে পারে যে "কেউ তোমার পুরুষাঙ্গ বাদ দিয়ে দেবে আর তুমি বললেই তা প্রতিস্থাপনীয় হবে ফের?" দয়া করে আমার কথা শুনুন, অপারেশন — যদিও অপারেশনই শেষ কথা নয় — করার পরেও অনেকসময়ই আবার পূর্বাবস্থায় ফেরত যাওয়া যায়। যেমন ধরুন ভরাট গাল বা পীনোন্নত বক্ষ থেকে ইমপ্ল্যান্ট বের করে নেওয়া। এটা ঠিকই যে বর্তমান প্রক্রিয়ায় পুরুষাঙ্গ পুনর্গঠন করা খুবই খরচসাপেক্ষ। নারী-থেকে-পুরুষ রূপান্তরের তুলনায় পুরুষ-থেকে-নারী রূপান্তরের সাফল্য এবং খরচ দুই-ই কম ঃ তার কারণ এই যে পুনর্গঠন সবসময়েই অঙ্গবিচ্ছেদের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশী ব্যয়বহুল, মার্সিডিসের তুলনায় কমপ্যাক্ট ছোট গাড়ি যেমন। কিন্তু তাতে কি? পুরুষাঙ্গ পুনর্গঠনের কথা বাদ দিন। অনেক পুরুষেরই যুদ্ধ, দুর্ঘটনা বা অসুখের কারণে পুরুষাঙ্গ থাকে না। শুধুমাত্র সেই কারণে তো জীবনের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তিনি কম-পুরুষ বলে প্রতিপন্ন হবেন না। চেহারা ও আচরণই একজনকে পুরুষ করে, তার পোষাকের তলায় কী আছে তার জন্য নয়। এবং প্যান্টে যা ঢাকা থাকে তার বাইরে আচরণ ও পোষাক তো পাল্টানোই যায়। হরমোনও অনেকদূর পর্যন্ত যে কোনোদিকের পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ডিয়ার্ড্রে হেসে বলবে "আমি যদি নারী হরমোন বন্ধ করে টেস্টোস্টেরন শুরু করি, তাহলে পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই আমি আবার পুরানো আহাম্মকের ভুমিকায় ফিরে যাব! এবং সেই আহাম্মককে নিয়ে মজা মহিলারাই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, ভাবে ডি।

যাই হোক ডিয়ার্ডে হাল ছাড়বে না। আমাদের জানতে হবে, জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কি আমরা মনস্তাত্ত্বিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে দেব? লিঙ্গ-পরিবর্তনের তুলনায় সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় ঘটনা হল শিশুর জন্ম। একটি নতুন মানুষকে পৃথিবীতে আনা হচ্ছে। যাদের বাচ্চা হবে তাদের পক্ষে জরুরী নয় কি দীর্ঘকালীন মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ? আর বিয়ে করা — যদিও কিছুটা খরচে ফের অবিবাহিত অবস্থায় ফেরত যাওয়া যায়, অনেকটা ইমপ্ল্যান্টের গাল ভরাট করার মত — ভারী সিরিয়াস ব্যাপার। প্রায় একই রকম অবস্থা — পেশা নির্বাচন, বাড়ি কেনা বা গল্ফ খেলা শুরু করার বিষয়েও। এই সবকটি ক্ষেত্রে যদি লিঙ্গ রূপান্তরের মত করে ভাবা হত তাহলে প্রতিটি বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিকের অনুমোদন পাওয়ার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা মূল্যবান কথোপকথনে ব্যয় করতে হত। হয়ত মনস্তাত্ত্বিকদের পরামর্শে ওষুধেরও প্রয়োজন পড়ত আর তাও কাজ না করলে ঘরের বিদ্যুত সংযোগের সঙ্গে ঝুলিয়ে শক্ থেরাপির ব্যবস্থা হত। এই অনুমোদন-পদ্ধতি এবং চিকিৎসা সবার জন্য ঠিক ততটাই অর্থহীন যেমনটা রূপান্তরকামীর জন্য। বেশীরভাগ মনস্তত্ত্ববিদই স্বীকার করেন যে শিশুর জন্ম, বাড়ি কেনা বা লিঙ্গ-রূপান্তর বিষয়ে তাঁদের বিশেষ কিছুই জানা নেই। আর যদি জানাও থাকে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের মত করে স্বাধীন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের অধিকার অক্ষুন্ন থাকছে। বরং স্বাধীনতা থাকবে নাই বা কেন, এভাবেই ভাবা উচিত। রূপান্তরকামীদের যে মনস্তাত্ত্বিকদের দাসত্ব স্বীকার করতেই হবে এই যুক্তি ধোপে টেঁকে না, শুধু সমস্যা এই যে রূপান্তরকামীরা সংখ্যায় এত কম যে তাদের বিষয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

লিঙ্গ-রূপান্তরকে বলা হয় লিঙ্গ-বিশৃঙ্খলা (gender dysphoria) — গ্রীক শোনালেও তার অর্থ হল জন্ম সময়ের লিঙ্গ নিয়ে অস্বস্তি। দারিদ্র, খয়েরী চুল অথবা ফরাসি ভাষা না জানা নিয়ে অস্বস্তি কিন্তু বিশৃঙ্খলা বলে চিহ্নিত হয় না। লিঙ্গ পরিবর্তনীয় নয় — সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই শৃঙ্খলাটির পক্ষে বিপজ্জনক কোন ধারণা তাই খুব সহজেই বিশৃঙ্খলা হয়ে দাঁড়ায়। ডিয়ার্ড্রে বিস্মিত হয় এই ভেবে যে মনস্তাত্ত্বিকরাও নিজেদের জেন্ডার-পুলিশের ভুমিকায় মেনে নিয়েছেন। 'বিশৃঙ্খলা' যে চিকিৎসায় সেরে যাচ্ছে এমন কোনো উল্লেখ মেডিকাল ইতিহাসে পাওয়া যায় না। একমাত্র উপশম যা হাজার হাজার মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে তা হল, বাধ না সাধা।

ডায়গনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল থেকে সমকাম বাতিল হয়ে যাওয়ার প্রায় সিকি শতাব্দী পরে শিকাগোর সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ১৯৯৭ সালের অগাস্টে তাদের বার্ষিক সভায় সমকামকে রোগের তালিকা থেকে বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারে। "সমকাম কোনো মানসিক বিশৃঙ্খলা নয় এবং আমেরিকান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন সমস্ত লেসবিয়ান, গে ও উভকামী মানুষের তাদের যৌন প্রবণতার কারণে মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই ধারণার প্রতিবাদ করছে।" একবছর পর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনও একই কথা ঘোষণা করে। আমেরিকার বেশিরভাগ রূপান্তরকামী মানুষও মনোরোগ-চিকিৎসক/মনস্তাত্ত্বিকদের অত্যাচার থেকে মুক্তি চায়। বিশৃঙ্খলা বলে চিহ্নিত লিঙ্গ-পরিচয়ের বিষয়টি যেন মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাতিল হয় এবং তাদের দাবী ১৯৯৭ এর সিদ্ধান্ত যেন রূপান্তরকামী ও রূপান্তরিত মানুষদের জন্যও বহাল হয়। কানাডার রূপান্তরকামীরা আপত্তি জানায় কারণ ডি এস এম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে তাদের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা নীতি অনুযায়ী অপারেশনের যাবতীয় খরচ তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেয়ে যাবে। 'যুক্তি সংগত' কানাডা, তোমায় ক্ষমা করা গেল।

*** *** *** ***

।। ৭।।

কচ্চিৎ কখনও রাতে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠত ডি। তবে ঘুম না আসার ঘটনা বড় একটা ঘটত না। নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন ঘুম, ও বলত নিজেকে। মানসিক অস্থিরতার কোনো লক্ষণ দেখা দেয় কিনা অপেক্ষা করত। ওর মনে হত রাত তিনটে নাগাদ সারাদিনের মুখোসের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়বে অনিশ্চয়তা। কিন্তু তেমনটা কোনোদিনও ঘটেনি। ডোনাল্ডের চেয়ে ডিয়ার্ড্রের ঘুম ছিল গাঢ়।

আর দ্বিধা যদি থাকত ও ঠিক চিনতে পারত। আইওয়ার অর্থনীতির চেয়ার-প্রফেসার ডোনাল্ডের ঘুম দ্বিধা-দ্বন্দে ব্যহত হত। অভিজ্ঞতা থেকে ডোনাল্ডের মনে হত প্রশাসনিক কাজে ওর যাওয়া উচিত নয়। সেই সিদ্ধান্ত ন্যায্য বা অন্যায্য যাই হাক, ঘুমোতে তো পারতেই হবে। ১৯৮০ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাত তিনটে নাগাদ ডোনাল্ড টের পেত অনিশ্চয়তা। শিকাগো-দ্বন্দ নিয়ে কথা শুরু হলেই ওর স্ত্রী রেগে যেত কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সেই ঘ্যানঘ্যানানি ভীষণ ক্লান্তিকর হয়ে উঠত।

আমার প্রাক্তন-স্ত্রী ডিয়ার্ড্রেকে চিনলে হয়ত বেশী পছন্দ করত, ওর মনে হয়। না, ডি'র কোনো অনুশোচনা নেই, আজ।

স্বাতী ঘোষ- অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

।। ১ ।।

আমার বুকের ওমে তোর মাথা ঢাকি
তোর বৃন্তের গায়ে আঙুল বোলাই
নিষিদ্ধ এইসব ভালোবাসাবাসি?
পাঁচকান! পাবলিক! আড়ং ধোলাই?

আমার শরীরে ভালোবাসবার নামে
যন্ত্রনা বিঁধে যায় ফোঁটায় ফোঁটায়
প্রথার দাপটে কাঁপে ত্রিভুবন বুঝি
বি-সম ত্রিভুজ বাহু হাতাও গোটায়।

তবু আমাদের কথা বৃন্তে বৃন্তে
উপেক্ষা করে যতো বিদ্ধকরণ
তৃপ্তি চুঁইয়ে নামে উরুকন্দরে
এ-ও ভালোবাসবার আরেক ধরণ।

।। ২ ।।

কী প্রেমে পড়েছি ওর, ওকে ছাড়া আমি
ভাবতেই পারছি না কোন কিছু যেন !
জানি ও গরিব খুব, কিন্তু কী করি
প্রেম কি জানতে চায়, কে গরিব, কেন ?

বয়েস তফাৎ প্রায় বছর তিরিশ
তবুও পড়েছি প্রেমে ঘাড় মুখ গুঁজে
কিবা এলো গেলো আর, প্রেম ভালবাসা
বয়সের কমবেশী দ্যাখে নাকি খুঁজে ?

ধর্ম আলাদা বটে তবু চুপিচুপি
মনে মনে ওকে আমি মন দিয়েছি যে !
দাঙ্গা? পরোয়া নেই, জানি ধর্মকে
পাত্তা দেয় না প্রেম রেখে দেয় ফ্রিজে ।

ও মেয়ে কি হবে বল্, নিজে মেয়ে হয়ে
তোর প্রেমে হাবুডুবু, উঠবো কি করে !
উঠতেই হবে বুঝি ? প্রেম কি কখনো
চলাফেরা ঠিক করে লিঙ্গকে ধরে ?

।। ৩ ।।

চোখে চোখে দেখা করে অতসী কুসুম
না-দেখায় চোখ থেকে ছুটি নেয় ঘুম
কুসুমের তর্জনি অতসীর ঠোঁটে
বুলোয় তুলির টান, গোলাপেরা ফোটে
হলুদ বা লাল ছুঁয়ে পাখি যায় উড়ে
ময়ূরপংখী রঙ পটভূমি জুড়ে
শরীর-মনের এই নকশি কাঁথায়
অন্য পুতুল নাচে মানিক মাথায়।

।। ৪ ।।

ছেলেরা যে কি কি চায় মেয়েরাই বুঝবে ?
মেয়েদের চোখ শুধু ছেলেরাই খুঁজবে ?
আলাদা দেখার কথা সাদা কালো সরলতা
এভাবে চললে মুখ বালিতেই গুঁজবে !

।। ৫ ।।

দেখা হল বিজয়া রমার
কুড়ি কুড়ি বছরের পরে
প্রেমে ভাসে সময়ের স্রোত
জলঢাকা নদীর ওপরে—

ভিজে যায় ভিতরের জামা
কাজি তবু পড়ছে নমাজ
খোঁতা মুখে ফতোয়া বিধান
পাল্টাবে পল্লীসমাজ ?

বয়ে চলে একুশ শতক
অসুখ কি এখনো গভীর
নয়া প্রেমে পথের দাবী-রা
হে জাতক, মহাস্থবির ?

ঝরে পড়ে নরেন রমেশ
ঠোঁটে খেলে অনামিকা দিন
বিজয়া রমাকে ভালবেসে
দত্তা না, চরিত্রহীন ?

।। ৬ ।।

একটি মেয়ে খামখেয়ালি
স্কুল পালিয়ে একটি মেয়ে
কিন্তু তারা পরস্পরে
এ ওর কোলে মাথাও রাখে
মন পবনে নাও ভাসিয়ে
থাকবে ওরা কেমন প্রেমে

একটি মেয়ে পড়ায় মন
অন্যে রাখে মুঠোয় ফোন
বাদাম ভাজা, গড়ের মাঠ
চুলোয় দিয়ে রাজ্যপাট
দুজন মিলে তেপান্তর
সেসব কথা অবান্তর!

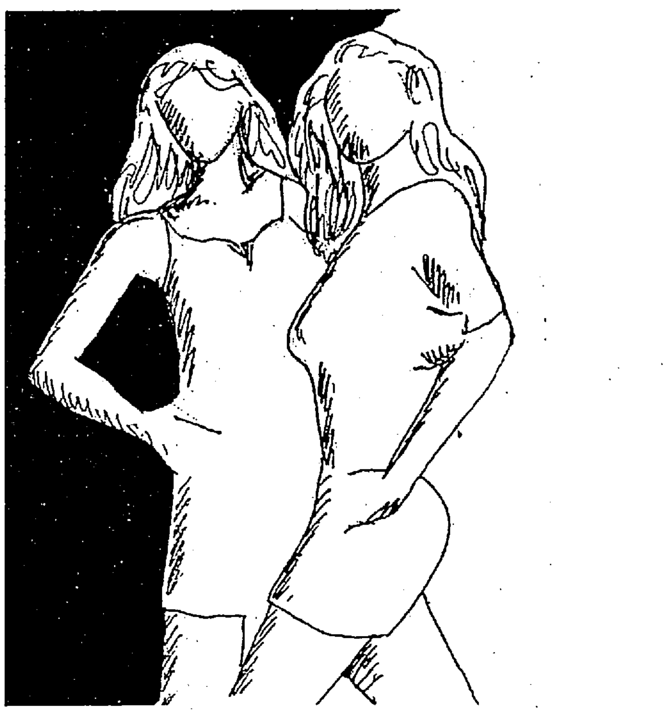

ছড়াঃ প্রদীপ্ত, 'স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি'-র সদস্য

New arrivals at Chetana Resource Centre

Tittle	Author(s) / Editor(s)	Publisher
Because I have a voice — Queer politics in India	Arvind Narrain and Gautam Bhan.	Yoda Press, New Delhi. (2005).
Between Gay And Straight	Lisa M.Tillmann – Healy	Altamira Press, Oxford (2001)
Different Daughters: A Book of Mothers of Lesbians	Louise Rafkin	Cleis Press, an Francisco (1984)
Encyclopedia Of Unusual Sex Practices	Brenda Love	Greenwich Editions, London. (1999)
Feminism, The family And The Politics Of The closet— Lesbian and Gay Displacement	Cheshire Calhoun	Oxford University Press, Oxford. (2000)
Framing The Sexual Subject–The Politics of Gender, and Sexuality, Power	Richard Parker	University of California Press Berkeley, Los Angeles, London. (2000)
Gandhi's Tiger and Sita's Smile—Essays on Gender, Sexuality and Culture	Ruth Vanita	Yoda Press, New Delhi. (2005)
Gender Trouble-Feminism & the Subversion of Identity	Judith Butler	Routledge, New York, London (1999)
Introduction of Feminist Theory	Rinita Majumdar	Towards Freedom, Kolkata. (2005)
Keywords—Gender For a Different KInd of Globalization	Nadia Tazi (ed.)	Vistaar Publications, New Delhi. (2004)
Law And The New Erotic Justice	Ratna Kapur	Permanent Black, Delhi, (2005)
Lesbian Subjects—A Feminist Studies Reader.	Martha Vicinus (ed.)	Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis (1996)
Legislating an Epidemic HIV/AIDS in India	The Lawyer's Collective.	Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd. Delhi (2003)
Love's Rite: Same Sex Marriage in India and the West	Ruth Vanita	Penguin Books, New Delhi. (2005)
Queer issues in Contemporary Latin American Cinema	David William Foster.	University of Texas Press, U.S.A. (2003)
Queer: Despised Sexuality, Law and Social Change	Arvind Narrain	Book for Change, Bangalore. (2004)
Reading Sappho Contemporary approaches	Ellen Greene (ed.)	University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London. (1996)
Re-Reading Sappho— Reception and Transmission	Ellen Greene (ed.)	University of California Press Berkeley, Los Los Angeles, London. (1996)
Recovering Subversion : Feminist Politics Beyond Law	Nivedita Menon 2004	Permanent Black & University of Illinois Press
Sexuality, Gender And Rights	Geetanjali Misra Radhika Chandiramani (eds.)	Sage Publications, New Delhi. (2005)
Sexuality, Obscenity Community- Women, Muslims, And The Hindu Public in Colonial India.	Charu Gupta	Permanent Black, Delhi. (2001)
Social. Work Practice and Men Who Have Sex With Men sand	Sherry Joseph	Sage Publications, New Delhi, Thou- Oaks, London. (2005)
The Global Women's Movement—Origins, Issues and Strategies	Peggy Antrobus	University Press Limited, New Delhi. (2005)
The Globalization of Sexuality	Jon Binnie	Sage Publications, New Delhi, Thousand Oaks, London. (2004)
The Queer Parent's Primer	Stephanie A. Brill	New Harbinger Publications, Inc, U.S.A. (2001)
Chhi! Tumi Naki... (Bengali)	Akansha, Sumita, Rajasree Mokhupadhyay.	Saptarshi Prakashon, Kolkata (2005)
Purush Jokhon Jounokarmee (Bengali)	Ajoy Majumder, Niloy Basu	Deep Prakashon, Kolkata (1999)
Samoprem—A Socio-Psychological Search on Homosexuality (Bengali)	Ajay Majumder and Niloy Basu	Deep Prakashon, Kolkata. (2005)

Sappho for Equality publishes the first research paper

LESBIANISM IN KOLKATA

by Dr. Amit Ranjan Basu

on the occasion of seventh birthday celebration of Sappho. This paper is available at our resource centre

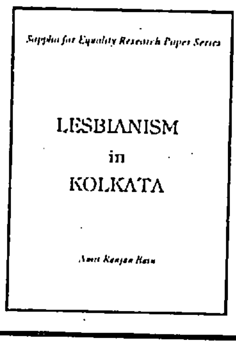

Confessions

baetha

It's been months, perhaps, even a year, that I have been struggling to write this. With a bottle beside me, an ever-wavering conviction and accompanied by the frowns of my bunny, I have finally found the courage to put pen to paper. As the first strains of the morning 'azaan' float through the window, I am sat here, my agnostic self, biting my truant pen and hoping my Muse will showup sometime soon. Never have I faced such disillusionment as a writer. Words, my most trusted companions, have never betrayed me – neither when I was blinded by fury nor when I was maimed by injustice. They fail me now, and miserably so. How do I etch my heart onto this barren page, if not by splashing the blood from by bosom directly onto it? How do I differentiate between a drop of tear and a drop of rain? They are essentially the same – water – their sameness more contrasting than their differences. It is an impracticable task to resound my emotions in mere words, the closest semblance to which can be found only in wordless music.

I have never believed in standardized 'rights' or 'wrongs'. I believe we create our own personal versions of them. For you to understand my 'rights' and the life I lived by them, I shall sketch a picture of myself. I am, what you may stereotype, a typical specimen of the age bracket I represent. I used to be a class-topper, share a dysfunctional rather than non-functional relationship with my family, being closest to my rabbit (yes, that sentence brims with teenage angst). As you may have guessed, I listen to depressingly loud music, wear black clothes, believe I am 'forever wronged' and consider myself to be the epitome of teenage suffering. On a more serious note, my hamartia is my sinfully sensitive soul. I have always been called a "too reticent" "too withdrawn" child. Though, I'm a 'people's person' I can easily get lost in a crowd. I identify with, and communicate more freely with my elders rather than with my peers. All my life, I have craved love and a sense of belonging. Ever since I can recall, I have had a deep fascination with my own Death. Please, do not misunderstand me. I do not write this to be termed "Goth" or "cool" or attract attention to myself. I've always felt much disoriented when undue attention has been focused onto me. My childhood fantasy with Death is similar to that of a child's with her (or his) invisible friend. In that preconceived notion I seek a sense of emancipation, emancipation from my trapped feelings, from the swirling darkness inside me, from the voices. I hold Death with a psychical purity and envision it as a door to freedom – a door to an unbound, complete self. Since my realization, I have inched closer to my life's ultimate goal.

The only break (and a catastrophic one) in my quest was my meeting Her. No, I did not fall into a waking dream and convince myself that I loved life. But, yes, I did, do and always will love Her. She just stood there like a wall, a shield, a hindrance between me and that mystical door. I did not deviate from my path or from the inevitability of my future, merely got distracted for sometime. The student that I was, I learnt. The die-hard romantic that I was, I fell in love the first time I gazed into Her brown hypnotizing eyes. The innocent that I was, I took time to realize. The lover that I am, I quietly hurt.

I hurt because it was the most unachievable thing – She was older than me, She was my teacher and above all, She was a woman as *am I*. Frowning aren't you? It was all 'wrong', aye? I can't begin to elucidate (and shan't because it'll be a waste) how right it felt. Aware of the impractical nature of my dreams I feebly resolved never to voice them. Torn by the storm of emotions I confided in Her. Taken aback, She tried to explain to me the improbability of the entire situation. Confessing my love had calmed me down, I did not goad Her into a decision, simply allowing her the time and space She required. As luck would have it, She fell in love with me and for the first time I felt happy to be alive. For five years we dreamt of our life together, methodically planning our escape from the archaic shackles of this country. Together we dreamt of our home, the colour of the walls, the tiles on the floor, the pattern of the curtains, the couch, the bean bag, the pillows, the bric-a-brac. We even agreed to adopt two baby girls to complete our family. Together we went through the tedious but pleasurable process of choosing their names and also decided to name our pet St. Bernard Bandit. I was riding the tide of emotions, blissfully unaware that the impending shore would soon break its cadence.

Ironically, it was a peace-trip that She went on (during my selection examinations before my class XII board examinations), that stole the peace of our minds. She called to say that she had fallen in love with a man. After the initial numbness, the violent fits of crying and mindless madness, I felt physically handicapped. That was, possibly, my first experience of internalized homophobia. Beginning to abhor my body, I became increasingly intolerant of its physical existence. I sought solace in cutting and substance-abuse. I reached out for help, confiding in a "friend". This "friend" stripped me of my dignity calling my love 'diseased', 'dirty' and 'perverted' only because it had a woman at its epicentre. I imploded within myself and tried my best not to make my inner turmoil visible to those around me. Overnight, I metamorphosed into a self-destructive wreck. Hours of studies and preparations were, without heed, devoted to meticulous research of suicide methods. Knowledge, I must confess, is evilly empowering. What followed was mayhem. Needless to mention, my career prospects were ruined beyond repair. I still consider it to be a miracle to have passed my Mathematics paper, having spent the weekend before it, attempting and failing my first suicide attempt. In retrospect, I do not think it was my broken relationship that led me to unleash such a high degree of torture upon myself. I recall a conversation where She pleaded, "Even God can't forgive me for what I have done to you, but please can you try?" I shrugged, "I already have." An ancient beast, which had been incarcerated within me, had been let loose. Its dark shadow blanked out all capacity of thought and discrimination. An insanity had taken over my actions. Somewhere between my twisted comprehension of relationships, I had begun to associate abuse with love. In my eyes, the suffering forced upon myself was a testimony of my undying love.

Three months of recovery later, after my second suicide attempt, I found myself at *Sappho*'s door-step. No, I have not turned into the 'Messiah of Life' overnight, but it is a small start at trying to live. My moods still oscillate between depressingly dark ones and dazzling bright ones. It is comforting to have a space where I can say the whole truth, to know that I am accepted for who I am, to know that I'm not being judged for my preferences. It is comforting to know that I do, in fact, 'fit in', that there is help at hand, that there are like-minded people, that I'm no longer alone, and that I have friends. It feels good to be safe. It feels good to be home!

baetha is one of the youngest and most opinionated members of Sappho

ভারতবর্ষ ঃ ৩৭৭ ধারা ঃ স্বাভাবিকত্ব কতটা প্রাকৃতিক?

নিবেদিতা মেনন*

সম্প্রতি কেরালাতে এক লেসবিয়ান জুটি আইনী সাহায্য চায় তাদের পরিবার ও পুলিশের অত্যাচার ঠেকাতে। এই ঘটনা সরাসরি এমন এক ভয়ানক প্রশ্ন তোলে যা এতদিন চাপা ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা নিয়ে হৈচৈ-এর তলায় ঃ স্বাভাবিক হওয়াই কি প্রাকৃতিক? ১৮৭২ সালে ভারতীয় সংবিধিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গৃহীত এই ধারা " প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে" কোন রকম যৌনাচারকে আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করে। সুতরাং? মুষ্টিমেয় কিছু বিকৃতমনস্ক উদ্বিগ্ন হোক এই নিয়ে।. বড়জোর চতুর্দিক ছেয়ে যাওয়া "মানবাধিকার কর্মীদের" সেই উদারচেতা অংশ যাঁরা কিনা বিশ্বাস করেন যে যৌনপছন্দ একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি তা ঘটে স্বমতে দুজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে এবং আইনের এর থেকে দূরে থাকাই উচিত। আর কারও কি এ নিয়ে মাথাব্যথার প্রয়োজন?

বেশ, স্বাভাবিক সমাজের জন্য তবে একটা দুঃসংবাদ আছে — "স্বাভাবিক" যৌনতা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। ধরে নেওয়া হয় "স্বাভাবিক" যৌনপ্রবৃত্তি প্রকৃতিগত, তার সঙ্গে সভ্যতা বা ইতিহাসের কোন যোগ নেই। কিন্তু যদি আমরা মানি যে যৌনতার অবস্থান সভ্যতায় তবে আমাদের এক অস্বস্তিকর ধারণার মুখোমুখি হতে হবে, যৌনতা মানুষের তৈরী এবং কখনও "প্রাকৃতিক" ঘটনা নয়। ধরে নেওয়া যাক যৌন প্রবৃত্তির নিয়মগুলো ট্রাফিক নিয়মের মতই মনুষ্য সমাজের তৈরী কোন একটা ধারা বজায় রাখার জন্য, যা নাকি স্থান ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে — যেমন ভারতে গাড়ী চলে রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে আর আমেরিকাতে ডান দিক ধরে। আরও ধরা যাক ট্রাফিক আইন যে ধরণের সমাজবিধি বহাল রাখে তাতে আপনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন। মনে করুন আপনি বিশ্বাস করেন দিল্লীর ট্রাফিক আইন এমন এক মডেলের শহর পরিকল্পনার পরিণাম যা বিশেষ সুবিধা দেয় পয়সাওয়ালাদের আর দণ্ড দেয় গরীবগুর্বোদের, অর্থাৎ এই বিধি উৎসাহিত করে পেট্রলচালিত যানবাহন কে আর দাবিয়ে রাখে শক্তি-সাশ্রয়কারী যান — সাইকেল, জনসাধারণের পরিবহন পরিসেবা ও পথচারীকে। আপনি তারপর প্রশ্ন করতে পারেন সেই মডেলকে যা কিনা শুধুমাত্র স্কুল বা অফিসে যাবার জন্য এক বিরাট সংখ্যক অধিবাসীকে জোর-জবরদস্তি লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করায়। আপনি তর্কাতর্ক করতে পারেন ট্রাফিক আইন এবং শহর পরিকল্পনার উৎকর্ষতা নিয়ে — অসুবিধা, ন্যায্যতা এবং প্রকৃতিক সম্পদ সাশ্রয়-এর ওপর ভিত্তি করে — অন্তত কেউ গুরুতর বিতর্ক তুলতে পারবে না যে ট্রাফিক আইন প্রকৃতিদত্ত।

আমরা এই যুক্তি প্রয়োগ করতে পারি যৌনতার ক্ষেত্রেও। সর্বপ্রথম, যদি "স্বাভাবিক" প্রবৃত্তি এতই প্রাকৃতিক হত তাহলে তাকে ঠিক জায়গামত রাখার জন্য এত বিস্তীর্ণ এক নিয়ন্ত্রণ-জালের প্রয়োজন হত' না। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। এক নম্বর লিঙ্গায়িত পোষাকবিধি। বারোয়ারি জায়গাতে একজন ঘাঘরা পরা দাড়িওয়ালা ব্যক্তির কথা ভাবুন। এটা কেন একটা "স্বাভাবিক" সমাজের একেবারে গোড়ায় গিয়ে ঝাঁকুনি দেবে? যদি না সে হিজড়ে বলে পরিচিত হয়। তাহলে অবশ্য তাকে এক অন্য প্রকারে স্বাভাবিক সমাজের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া যায়। কেবলমাত্র ভুল দেহে ভুল পোশাক, ব্যাস্ তাহলেই প্রকৃতিগত স্বাভাবিক যৌন পরিচিতির মূল একেবারে কাঁপতে শুরু করল। দুই নম্বর — স্কুল, পরিবার, গণমাধ্যম, শিক্ষা আর ধর্মের মাধ্যমে চিন্তাভাবনাকে বেঁধে ফেলা। সর্বত্রই বলছে সমলিঙ্গের কোন মানুষকে আকাঙ্ক্ষা করা পাপ, অথবা পাগলামি, বা বেআইনী। তিন নম্বর — যদি সমস্ত কিছু বিফল হয় — মারমুখী জুলুমবাজী তো আছেই মানুষকে ধরে বেঁধে বিসমকামী করে রাখার জন্য, বৈদ্যুতিক শক থেরাপি থেকে শারিরীক নির্যাতন, মায় দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার পর্যন্ত — যেমন কেরালার ঘটনায় বাবা মায়েরা করেছিল। চার নম্বর হল আইন। প্রাকৃতিক জিনিষের দেখভাল করার জন্য আইনের প্রয়োজন হবে কেন? মানুষকে জবরদস্তি করে খাওয়ানো বা ঘুমপাড়ানোর জন্য আইন আছে কী? অথচ আইনের খবরদারি রয়েছে মানুষকে জোর করে এক বিশেষ পদ্ধতিতে যৌন সঙ্গম করাতে। সত্যিকারের আগ্রহের মূল কথা হল', মানুষ আসলে কোন নির্দিষ্ট "স্বাভাবিক" জীবন যাপন করে না। সভ্যতার গোটা উদ্দেশ্যটাই মনে হয় প্রকৃতির থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে যাওয়া। আমরা নগ্নতা ঢাকি পোষাকে (বাস্তবিকই সেই মানুষেরা যারা সমকামিতাকে নিন্দা করে অপ্রাকৃতিক বলে তারাই আবার প্রাকৃতিক নগ্নতাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে)। আমরা প্রকৃতিজাত কাঁচা খাদ্যদ্রব্য রান্না করে খাই, যত্ন করে আশ্রয় তৈরী করি প্রকৃতি থেকেই বাঁচার জন্য। জন্মনিরোধক ব্যবহার করি। (আবারও বেশী ভাগ মানুষ যারা সমকামিতাকে ধিক্কার দেয় এই ভিত্তিতে যে যৌন সঙ্গম কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য, তারা তো প্রশ্নই করে না কেন জন্মনিরোধক ব্যবহৃত হবে?) স্পষ্টতই "অপ্রাকৃতিক"কে "নীতিবিরুদ্ধ/ভুল" বলে এক করে দেওয়া পুরোপুরি শ্বাসরুদ্ধকর বিতর্কের এক পন্থা মাত্র।

কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—"স্বাভাবিক" যৌনাচরণের নিয়মগুলো কোন সমাজবিধিকে ধরে রাখে? পুরুষ বৈধ যৌন সঙ্গম করবে নারীর সঙ্গে এটা নিশ্চিত করা এত তাৎপর্যপূর্ণ কেন? (এখানে বৈধ শব্দটা লক্ষ্য করুন, কারণ সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যে যৌন সংসর্গ নির্ঘাৎ মানব সভ্যতার মতই পুরোনো)। নারী যৌন সঙ্গম করবে কেবলমাত্র তার সঙ্গে যে পুরুষটির সঙ্গে সে বিবাহিত — এটাই বা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন কেন? (কারণ আবারও, সকলেই জানেন যে সতীত্ব আর একগামিতা শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কঠোর ভাবে)। ভাবুন "মৃত্যুদন্ড" নামক সেই হিন্দি সিনেমাটির কথা যেখানে দৃশ্যত স্পষ্ট অন্তঃসত্ত্বা শাবানাকে জিজ্ঞেস করা হয়, "এটা কার বাচ্চা?" এটা তো নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে শিশুটি তার শরীরের ভেতরে রয়েছে, তার মানে সেটি তার, কিন্তু ওই বিভ্রান্তিকর প্রশ্নটির এক ভয়ঙ্কর মানে আছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে — শিশুটির পিতা কে — এটাই ওই প্রশ্নের মানে। শিশুটি কার জাত বহন করবে? কার সম্পত্তিতে সে ভাগ বসাবে?

আমরা এসে পড়েছি বর্তমানের চরম বৈষম্যমূলক সমাজবিধির মজ্জায় অবস্থিত সেই পরিবারতন্ত্রে। ১৯৮৪ সালে দিল্লী হাইকোর্টের এক রায় সিদ্ধান্ত দেয়, পরিবারের মধ্যে সমতা ও স্বাধীনতার অধিকারের কোন জায়গা নেই। মহামান্য বিচারক রায় দেন, সাংবিধানিক আইনকে ঘরের ভেতর এনে ফেলা মানে "একটা ষাঁড়কে চিনেমাটির বাসনের দোকানে ছেড়ে দেওয়া।" আর ঠিকই, তিনি যথার্থই বলেছেন। ভারতবর্ষে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ভয়ঙ্কর অসাম্যের উপর — বিয়েতে স্ত্রীর পদবী পরিবর্তন থেকে শুরু করে, সম্পত্তিতে বোনের ভাইয়ের সমান দাবী না থাকা এবং শ্রমের লিঙ্গায়িত বিভাজনের ফলে মহিলাদের বিনা পারিশ্রমিকে গৃহশ্রমকে বৈধতা দেওয়া পর্যন্ত।

যদি পরিবার কেবল জাগতিক ও মানসিক সহযোগিতার পরিকাঠামো হত তবেই সেই জনসমষ্টিকে পরিবার আখ্যা দেওয়া যেত। এটা ভাবা কি আরও যুক্তিসংগত নয়, মানুষের নানাবিধ যৌন আকাঙ্ক্ষার কেবলমাত্র একটি হল বিসমকামিতা? কিন্তু আদত কথা, শুধুমাত্র বিসমকামী পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্বকেই মঞ্জুর করা হবে। আর এই পরিবার নিযুক্ত থাকবে পুরুষের মাধ্যমে সম্পত্তি আর বংশপরম্পরা রক্ষায়। এর জন্য যে "স্বাভাবিকত্ব" প্রয়োজন তা উৎপাদিত, প্রতিপালিত ও কঠোরভাবে রাষ্ট্র, আইন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। তা প্রকৃতিগত বা ব্যক্তিগত হওয়া তো দূরের কথা।

সংক্ষেপে, ৩৭৭ ধারা কিছুতেই গুটিকতক সমকামী মানুষের জন্য নয় যাদের নাকি "স্বাভাবিক" মানুষজন দেখে এমনকরে ঠিক যেভাবে নৃতত্ত্ববিদরা দেখেন উদ্ভট, আদিম জনগোষ্ঠীকে। ৩৭৭ ধারা তাই "শ্রী ও শ্রীমতী স্বাভাবিকের" যন্ত্রণাদায়ক নির্মাণ — "স্বাভাবিকত্ব" প্রকৃতিজাত, এই ব্যাপক গপ্পোটাকে যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখার অনেকগুলো পেরেকের একটা মাত্র।

*নিবেদিতা মেনন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রিডার এবং অতি সম্প্রতি প্রকাশিত "রিকভারিং সাবভার্সন ঃ ফেমিনিস্ট পলিটিক্স বিয়ন্ড ল"-এর লেখিকা। (২০০৪ পার্মানেন্ট ব্ল্যাক এবং ইউনিভার্সিটি অফ্ ইলিনয় প্রেস)। প্রবন্ধটি ১/১/২০০৪ এ সাউথ এশিয়া সিটিজেন্স্ ওয়েব-এ প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ "India : Section 377 : How Natural is normal?"-এর বাংলা অনুবাদ, অনুবাদ করেছেন 'স্যাফো'-র সদস্য আকাঙ্ক্ষা

Sappho for Equality

Administrative Office
& Resource Centre : 11A Jogendra Gardens (S) Kolkata 700 078
Email : sappho1999@rediffmail.com
Contact : 2441 9995 (12- 8 p.m. Except Mondays)
Helpline : 98315 18320 (10 a.m. - 9 p.m.)

আমাদের কথা, আমাদের কলমে
ছিঃ! তুমি নাকি ...
সপ্তর্ষি প্রকাশন

দ্বিতীয় ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
প্রকাশিত হতে চলেছে

Publication supported by mama cash